CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-108 ■ 17 January, 2026 ■ আগরতলা ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৩ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

উন্নয়নের গতি আরও বাড়াবে ঃ মোদি

মহারাষ্ট্রে নগর নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি ।। নগর নিগম নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে গেরুয়া ঝড়ে ছারখার হয়ে গেল ঠাকরে চাচাতো ভাইদের শিবির। ২৫ বছর পর বিএমসি হাতছাড়া হয়েছে ঠাকরেদের। শুধু তাই নয়, মুম্বই মহানগরপালিকা (বিএমসি) সহ রাজ্যের অধিকাংশ নগর নিগমে মহাযুতি জোট বড় জয় পেয়েছে। এই জনমত উন্নয়নের গতি আরও বাড়াবে, সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় লেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

কেন্দ্র ও রাজ্যে একই জোটের সরকার এই তথাকথিত 'ডাবল ইঞ্জিন' শাসনব্যবস্থার প্রভাবই মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নগর নিগম নির্বাচনে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটের ব্যাপক সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। বিধানসভা নির্বাচনের পর যে গতি তৈরি হয়েছিল, নগর নির্বাচনের ফলাফল সেই ধারাবাহিকতাকেই আরও মজবুত করল।

নগর নির্বাচনের ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই', পুনরায় এক হওয়া ঠাকরে চাচাতো ভাইদের চ্যালেঞ্জ এবং রাহুল গান্ধীর 'ভোট চুরি' স্লোগানকে সামনে রেখে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা, সব কিছুর মধ্যেও রাজ্যের শাসক জোট অধিকাংশ অঞ্চলে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে।

বড় বড় মহানগরপালিকায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে মহাযুতি। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ঠাকরে শিবির ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক জমি উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে বৃহন্মুম্বই মহানগরপালিকায় (বিএমসি)। এখানে দীর্ঘদিন ধরে অবিভক্ত শিবসেনার আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে মহাযুতি, যেখানে বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে। পুণে, ঠাণে, নাসিক-সহ একাধিক মহানগরেও একই ধরনের ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে।

মহারাষ্ট্রের নগর নিগম নির্বাচনের ফলাফল এনডিএ এবং রাজ্যের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার তিনি বলেন, এই রায় উন্নয়নের গতি আরও বাড়াবে এবং রাজ্যের গৌরবময় সংস্কৃতির এক উদযাপন হিসেবেই তা দেখা উচিত।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ মারাঠি ভাষায় পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ধন্যবাদ মহারাষ্ট্র। রাজ্যের উদ্যমী জনগণ এনডিএ-র জনকল্যাণ ও সুশাসনের এজেন্ডাকে আশীর্বাদ করেছেন। বিভিন্ন নগর নিগম নির্বাচনের ফলাফল দেখাচ্ছে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। রাস্তার পাশ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আজ সাত সকালে তেলিয়ামুড়া মহারাণীপুর জারইলং বাড়ি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এলাকাবাসী রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় অপু দেবনাথ (৫৩) বলে জানা গেছে।

মৃতের পরিজনদের দাবি, গতকাল রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বের হন এবং এরপর আর বাড়িতে ফেরেননি। তিনি প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকতেন বলে পরিবারের সদস্যরা প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।

আজ সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় তার নাক ও মুখে রক্তের দাগ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পেশি শক্তি নয়, উন্নয়নের মাধ্যমে জয়ী হবে বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ভালো কাজের মাধ্যমে জনগণের আস্থা তৈরি করতে হবে। এর মাধ্যমে সংগঠনকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তুলতে সংকল্পবদ্ধ আমরা। এই দিশায় সাংগঠনিক কার্য্যক্রম করে চলছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের মতো রাজনীতি আমরা করবো না। ভারতীয় জনতা পার্টি পেশিশক্তি নয়, উন্নয়নে বিশ্বাস করে।

আজ ভারতীয় জনতা পার্টির বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে রাজধানী সংলগ্ন লক্ষ্মীমুড়ায় আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, জীবনকে চেনার একটা পার্টি হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এডিসি চলো। এর পাশাপাশি বাকি আসনগুলি যেখানে বিরোধীরা জিতেছে সেগুলি আমাদের লক্ষ্য। তবে পেশী শক্তির দ্বারা নয়, উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা সেটা করতে চাই। কারণ পেশী শক্তির উপর ভিত্তি করে রাজনীতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এডিসিতে জয়লাভ করা। সেই সঙ্গে বিরোধী সিপিএম যে ১০টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং কংগ্রেসের আরও তিনটি আসনে জয়লাভ করা। আমরা কমিউনিস্টদের মতো রাজনীতি করব না। ভোটাররা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা যদি মনে করি যে আমরা পেশীশক্তির উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করব, তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর উদাহরণ হচ্ছে কংগ্রেস জোট সরকার। নির্বাচনে হারজিত রয়েছে। কিন্তু আমরা কখনো ময়দান ছেড়ে যাবো না। আগামী ২০২৮ নির্বাচনে বড়জলায় কি হতে চলেছে আজকে আপনাদের ভারী মাত্রায় উপস্থিতি সেটা বলে দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যে আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমরা নকশাল বা কমিউনিস্টদের মতো রাজনীতি করি না। কমিউনিস্টরা বলতো বন্দুকের নল থেকে রাজনীতির শক্তি। কিন্তু আমি এমনটা বিশ্বাস করি না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গায়ের জোরে রাজনীতি হয় না। কেউ যদি অন্যায়ভাবে কিছু করে তবে প্রতিবাদ করতে হবে। এক্ষেত্রে যেটা করার দরকার সেটা করা হবে। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের মতো রাজনীতি আমরা করবো না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনীতির পরিভাষা পাল্টে দিয়েছেন। আগে আমরা দেখতাম রাজনীতির নামে দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি ইত্যাদি। বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা লাগানো, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি'র জাতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা ২০শে

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ।। শুক্রবার বিজেপি ঘোষণা করেছে যে, ২০ জানুয়ারি তারা দলের নতুন জাতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করবে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি সময়সূচী প্রকাশ করেছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা হবে ১৯ জানুয়ারি। বিজেপির জাতীয় রিটার্নিং অফিসার কেকে লক্ষ্মণ প্রকাশিত নির্বাচন সূচি অনুযায়ী, জাতীয় সভাপতির পদে মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে ১৯ জানুয়ারি দুপুর ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর, প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত একই দিন।

১৯ জানুয়ারি মনোনয়ন পত্রের যাচাই হবে বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। কেকে লক্ষ্মণ, যিনি বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদও, তার এই ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে ২০ জানুয়ারি নির্বাচন হবে এবং সেই দিনই নতুন নির্বাচিত বিজেপি জাতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে। পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিজেপি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেপি সূত্র অনুযায়ী, দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নিতিন নাবিনকে বিজেপির পরবর্তী সভাপতি হিসেবে একক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, অন্য কোনো নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনে হচ্ছে না। নাবিনকে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও রয়েছেন, তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। নাবিনের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, এবং তিনি জেপি নাড্ডার স্থানে বিজেপির নতুন সভাপতি হতে পারেন।

বিজেপির জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের জন্য মোট ৫,৭০৮ জন ভোটার নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ভোটার তালিকা ৩০টি রাজ্য থেকে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সংগঠনগত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তালিকায় জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদের নেতাদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জাতীয় পরিষদের সংসদীয় দলের ৩৫ সদস্যের মধ্যে আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, এবং রাজনাথ সিংহসহ অন্যান্য শীর্ষ নেতা।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদি, অমিত শাহ, রাজনাথ সিংহ, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতিরাও উপস্থিত থাকবেন।

বিএমএসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। কাকড়াবনে নিষিদ্ধ মেলাঘরের অটো। ক্ষুব্ধ মেলাঘরের অটো চালকরা দেখা করলেন সিপাহীজলা জেলা পরিবহন দপ্তরের মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর সুব্রত দেববর্মার সঙ্গে।শুক্রবার অটো চালকরা এমভিআই-কে অফিসে না পেয়ে জাতীয় সড়কে তার সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যা তুলে ধরেন।মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর সুব্রত দেববর্মা তখন জাতীয় সড়কে ভেহিকেল চেকিং এ নিয়োজিত ছিলেন।মেলাঘরের অটো গাড়ি গুলিকে কাকড়াবন বিএমএস শাখা সড়কে চলার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এমন অভিযোগ এমভিআই-র কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন মেলাঘরের বিএমএস এবং অটো ড্রাইভাররা। তারা লিখিত ভাবে কাগজ তুলে দেন মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টরের কাছে। গোমতী জেলার কাকড়াবন বিএমএস শাখা চরম অনিয়ম অনৈতিক কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ মেলাঘর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আধুনিকীরণ হলেও আমাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ভুললে চলবে না ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। শীতের আনন্দ আর ফসলের নতুন হাসির সঙ্গে মিলিত হয়ে এসেছে পিঠে-পুলি উৎসব। এই উৎসব শুধুই আনন্দের নয়; এটি সামাজিক সংহতি, মানবিক মূল্যবোধ এবং কৃষিভিত্তিক ভারতীয় জীবনধারার এক প্রতীক। আজ বল্লভপুর স্কুল প্রাঙ্গণে পিঠে পুলি উৎসবের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন পিঠে-পুলি উৎসব কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। এটি কৃষিভিত্তিক জীবনধারা, প্রথা ও সংস্কৃতির ফল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এটি বিভিন্ন নামে উদযাপিত হয়। এটি উত্তরায়ণ যাত্রার সূচনা এবং কৃষক পরিবারের

নতুন ফসলের আনন্দ উদযাপনের এক বিশেষ মুহূর্ত। মূল লক্ষ্য কৃষি ও কৃষকের সাফল্যকে কেন্দ্র করে। মন্ত্রী আরও বলেন শীতকাল প্রকৃতির রূপান্তরের সময়। সোনালি ফসল, উজ্জ্বল আকাশ এবং উৎসবমুখর মানুষের উপস্থিতি এই সময়কে বিশেষ করে তোলে। আমরা এই সময়ে পিঠে-পুলি উৎসব, নগর কীর্তন, লোকসংগীত, বাউল কীর্তন ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করি, যা হাজার বছরের সম্পর্ক, কৃষি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সংযোগকে তুলে ধরে। এটি কৃষকের শ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন।"

তিনি বলেন কৃষকরা আমাদের খাদ্যের উৎস। তারা রাতদিন পরিশ্রম করে, বৃষ্টি, রোদ ও শীতের মধ্য দিয়ে আমাদের খাবার জোগান দেয়। তারা শুধুই খাদ্য উৎপাদক নয়, বরং আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। পিঠে-পুলি উৎসব সকলকে একত্রিত করে। বর্তমান বিশ্বও ভারতীয় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

চম্পকনগরে বৃদ্ধা হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। চম্পকনগর চিন্তারাম কোবরা পাড়ায় সংঘটিত বৃদ্ধা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম লিটন দেববর্মা। সে নিহত বৃদ্ধার প্রতিবেশী বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার পর থেকেই তদন্তে নেমে জিরানিয়া থানার পুলিশ লিটন দেববর্মাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে। প্রাথমিক তদন্তে তার ভূমিকা নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ঘটনার পেছনের প্রকৃত কারণ ও অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ জানুয়ারি চম্পকনগরের সিতান কোবরা পাড়া এলাকায় নিজ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারী, ৮০ বছর বয়সি লবারুন দেববর্মার রক্তাক্ত মৃতদেহ। বৃদ্ধা লবারুন দেববর্মা একাই ওই বাড়িতে বসবাস করতেন। তার সঙ্গে আত্মীয়-পরিজনের কেউ থাকতেন না। প্রতিবেশী শচীন দেববর্মা নিয়মিত তার দেখাশোনা করতেন এবং প্রতিদিন খাবার দিয়ে যেতেন। শচীন দেববর্মা জানান, প্রতিদিনের মতো ওইদিন সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ তিনি খাবার দিতে এসে বহুবার ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় এবং কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি ভেবেছিলেন বৃদ্ধা ঘুমিয়ে আছেন। পরে তিনি খাবার নিয়ে ফিরে যান।

দুপুর নাগাদ পুনরায় বাড়িতে এসে আবারও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি স্থানীয়দের খবর দেন। এরপর বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী ছুটে এসে ঘরের দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করেন। তখনই দেখা যায়, ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বৃদ্ধার নিথর দেহ।

চাকমাঘাটে ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলার অব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিনের চেনা জৌলুস যেন এবছর আর চোখে পড়েনি তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাটে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলায়। চাকমা ঘাটে অনুষ্ঠিত পৌষ সংক্রান্তি মেলায় প্রথমেই চোখে পড়ে মেলার ফ্লেক্স ও নিমন্ত্রণপত্রে একাধিক ভুলত্রুটি। আরও বিস্ময়কর বিষয় হলতেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় এবং কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর নাম নিমন্ত্রণপত্রে অনুপস্থিত। এই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও এর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। মেলায় আগত একাধিক দোকানদার অভিযোগ করেন, মেলা কমিটি ও পুলিশের বাধার কারণে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে দোকান খুলতে পারেননি, যার ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। অন্যদিকে, অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনেও দেখা যায় হতাশাজনক চিত্র। দীর্ঘ সময় ধরে ফাঁকা পড়ে থাকে চেয়ার। যেখানে উদ্বোধকসহ অতিথির সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ জন, সেখানে দর্শকসংখ্যা ছিল হাতে গুনা।

দুর্ভাগ্যজনক দৃশ্যটি লক্ষ্য করা যায় পুরোহিত ও নাপিতদের জন্য উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থার অভাবে। তাঁদের খোলা আকাশের নিচেই বসে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়েছে। এই সমস্ত অব্যবস্থার মাঝেও অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পুণ্যার্থীদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে দেখা যায় এই পৌষ সংক্রান্তি মেলায়। মেলার উদ্বোধক তথা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, আগামী বছর থেকে এই পৌষ সংক্রান্তি মেলাকে দুই দিনব্যাপী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে আরও বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করা সম্ভব হয়।

আজ এনআইটি আগরতলার সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগামী ১৭ জানুয়ারী, শনিবার বিকাল ৩টায় এনআইটি আগরতলার ১৮ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি এনআইটি আপরতলার স্বামী বিবেকানন্দ সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হবে। এনআইটি আগরতলার সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা শরৎকুমার পাত্র। রেজিস্টার আশীষ কুমার বাদলা সহ অন্যান্যরা।

শনিবারের এই ১৮ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এনআইটি আগরতলার বোর্ড অফ গভরসি এর চেয়ারম্যান, বিনোদ কুমার বাউরি অনষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন। এন আই টি আগরতলার অধিকর্তা অধ্যপক (ডঃ) এস. কে. পাত্র, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীকে শংসাপত্র প্রদান করবেন। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভিবিজি রাম জি আইন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে

শহরে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ভি বি জি রাম জি আইন বাতিল সহ শ্রম কোড ও বীজ বিলের মতো কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আজ শহরে সংযুক্ত কিষান মোর্চা, ত্রিপুরার উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সংযুক্ত কিষান মোর্চার আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্প বাতিল করে

ভি বি জি রাম জি আইন চালু করেছে বিজেপি সরকার। বিজেপি সরকারের একটাই লক্ষ্য গ্রামীণ মানুষের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

উপ-প্রধানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মহিলা কংগ্রেসের থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জানুয়ারি ।। চন্দ্রনগর এলাকার এক উপ-প্রধানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে বিশালগড় মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করল মহিলা কংগ্রেস। ডেপুটেশনে মহিলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল অংশ নেন।

মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, গত ২৭ ডিসেম্বর চন্দ্রনগর এলাকায় পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত উপ-প্রধান এক গর্ভবতী মহিলার উপর হামলা চালান। ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীরা।

ডেপুটেশন চলাকালীন মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অভিযুক্ত উপ-প্রধানকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ অফিসের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। সাব্রুম মনুঘাট বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আলাউদ্দিন নামে এক বহিঃরাজ্যের শ্রমিক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কাজের সময় অসাবধানতাবশত তিনি ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। ঘটনার পর সহকর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি,২০২৬ইং
৩ মাঘ,শনিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নিপা ভাইরাস: সতর্কতা জরুরী

নিপা ভাইরাস একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ, যাহা মূলত বাদুড় এবং শূকরের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ছড়ায়। এই ভাইরাসের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক বা টিকা না থাকায় সতর্কতা এবং সচেতনতাই হইলো প্রতিরোধের প্রধান উপায়।নিপা ভাইরাস থেকে বাঁচিতে সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা জরুরি। নিপা ভাইরাসের প্রধান উৎস হইলো খেজুরের রস। রাতে খেজুরের রস সংগ্রহের সময় বাদুড় রসের হাঁড়িতে মুখ দেয় বা মলমূত্র ত্যাগ করে। সেই দূষিত রস পান করিলে সরাসরি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। তাই কাঁচা খেজুরের রস পুরোপুরি এড়াইয়া চলুন।গাছে থাকা অবস্থায় অনেক সময় বাদুড় বা পাখি ফল যেমন: আম, লিচু, জামরুল বা পেয়ারা খাইয়ে ফেলে। ওই ফলে ভাইরাসের জীবাণু থাকিতে পারে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে বা খাবারের আগে সাবান দিয়া খুব ভালো করিয়া হাত ধুইয়ে নিন।আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করিবার সময় বা তাহার আশেপাশে থাকিলে অবশ্যই মাস্ক এবং গ্লাভস ব্যবহার করুন।যদি কেউ নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে দ্রুত তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করুন।আক্রান্ত ব্যক্তির লালা বা রক্তের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন।দুর্ভাগ্যবশত কোনো রোগীর মৃত্যু হইলে, তাহার শেষকৃত্যের সময় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন পিপিই বা গ্লাভস নিশ্চিত করুন এবং মৃত ব্যক্তিকে সরাসরি স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।নিপা ভাইরাসের লক্ষণগুলো সাধারণত সাধারণ জ্বরের মতোই শুরু হয় তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বমি ভাব। যদি কাহারো খেজুরের রস খাওয়ার ইতিহাস থাকে এবং এসব লক্ষণ দেখা দেয়, তবে দেরি না করিয়া নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। নিপা ভাইরাস মানব শরীরের বাইরে বেশিক্ষণ বাঁচিতে পারে না। তাহার পরমায়ু পাঁচ মিনিট থেকে ঘন্টা দুয়েক। চড়া রোদে নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ হইয়া যায় দ্রুত। এমতাবস্থায় নিপা নিয়া অযথা আতঙ্কিত হইতে বারণ করিয়াছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আধিকারিকরা। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঁচ সদস্যের চিকিৎসক দল তৈরি করিয়াছে নিপা ভাইরাসের নয়া গাইডলাইন। সেখানে বলা হইয়াছে, নিপা আক্রান্ত হইলে ২১ দিনের নিভৃতবাস আবশ্যিক।সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই।এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সরকারিভাবে নিপা আক্রান্ত দু'জন। রোগী শনাক্ত হওয়ার পরেই কনটাক্ট ট্রেসিং নিয়া নিঁখুত কাজ করিয়াছে স্বাস্থ্য দপ্তর। 'যাঁহারা আক্রান্তের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহাদের ছাড়া কারও ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই। করোনার মতো ছড়ায় না নিপা ভাইরাস। শুধুমাত্র আক্রান্ত ব্যক্তির লালারস, হাঁচি-কাশির ড্রপলেট থেকেই তাহা ছড়াইতে পারে।"প্রসঙ্গত, আগেই নিপাকে রুখিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন চিকিৎসকরা। বিশেষত ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। বাদুড় কিংবা অন্যান্য পশুর কামড় দেওয়া ফল ভুলেও খাইবেন না। বিশেষত খেজুর রস এই সময় না খাওয়াই উচিত। পেয়ারা, লিচু খাওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে কাটা ফল এই সময়ে না খাওয়াই ভালো। নইলে পুষ্টির পরিবর্তে সংক্রমণের সম্ভাবনাই বেশি।

সোনালি নকশা সোনালি আঁশের

মরিয়ম ইলিয়াস

একসময় পাট আমাদের দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল। এ দেশে মূলত সাদা পাট ও তোষা পাটের চাষ হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত বেশ কিছু জাত রয়েছে। অনেকেই খাবার টেবিলে পাটের শাক পছন্দ করে থাকেন। পাটের সোনালি আঁশকে কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় এটা কতটা মুগ্ধকর একটি তন্তু। হাতে ধরতে ততটা নরম না হলেও এটি অনেক মজবুত, ফলে পাটের তৈরি বস্তা, কাপড়, ব্যাগ, পর্দা এবং বিভিন্ন নিত্যব্যবহার্য জিনিস দেখা যায়। বাংলাদেশের জলবায়ু পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং সবচেয়ে উন্নত মানের পাট হয় আমাদের দেশে। কালের প্রবাহে আধুনিক কৃত্রিম তন্তুর বেড়াজালে পড়ে আমাদের পাটশিল্প ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে জেতে লাগল, পাটচাষিরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। পাটের প্রাকৃতিক তন্তু থেকে তৈরি ব্যাগ ব্যবহারে আমরা হয়তো পরিত্রাণ পেতে পারি কৃত্রিম পলিথিন ব্যাগের হাত থেকে। অথবা পাটের তন্তু যদি আর একটু নরম করা যায়, আমরা হয়তো একে পরিধানের বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করতে পারি। বর্তমানে পাটের এ রকম ব্যবহার ব্যয়বহুল। ফলে উৎপাদন হলেও বাজারজাত করা যায় না।

সময়টা ২০১০ সালের জুন মাস। সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন, একদল বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর পাটের জীবনরহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনি। সারা বিশ্ব কিছুটা অবাক হয়েছিল বৈকি। বিশেষ করে তখন সময়টা ছিল ২০১০ সাল, মানুষের সম্পূর্ণ জিনোমই সিকোয়েন্স হয়েছে কেবল ১০ বছর হলো। এখনকার যুগের জিনোমিকস অ্যানালাইসিসের মতো এত বেশি বায়োইনফরমেটিকস টুল তখন ছিল না। ডিএনএ সিকোয়েন্স করার প্রযুক্তিও ছিল অপ্রতুল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায়, কিছু প্রগতিশীল বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে এবং একদল উদ্যমী গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছিল এই অসাধ্য সাধন। পাটের জিনোমের মেধাস্বত্ব এবং এর দুটি জাতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জিনোমের তথ্যসংবলিত গবেষণাপত্রটি প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে বিখ্যাত নেচার পাবলিকেশন গ্রুপের নেচার প্ল্যান্ট জার্নালে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল এবং প্রাকৃতিক তন্তুর অন্যতম উৎস হিসেবে এই সোনালি আঁশের জিনোম---রহস্য নিঃসন্দেহে পাটের উৎপাদন এবং গুণগত মান উন্নয়নে অপরিসীম ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

পাটের আশ

পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং প্রজেক্ট এবার ঘুরে আসা যাক ২০১০ সালেরও অনেক বছর আগে থেকে। দেশ বরেণ্য জীববিজ্ঞানী প্রফেসর আহমদ শামসুল ইসলাম প্রথম দেশি ও তোষা পাটের সংকরায়ন করেন ষাটের দশকে যা অনেকটা অসাধ্য কাজ ছিল এবং প্রকাশ হয়েছিল বিখ্যাত নেচার সাময়িকীতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলেকুলার বায়োলজি বিভাগের বিজ্ঞানী প্রফেসর হাসিনা খানের ল্যাবে অনেক দিন ধরে পাটের বিভিন্ন জিন নিয়ে কাজ চলে আসছে। কোনো একটি জীবের জিনোমের তথ্যটুকু জানা থাকলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়। পাটের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ভিন্নতা একটু কম এর ফলে সনাতন পদ্ধতিতে প্রজনন প্রক্রিয়ায় এর উন্নত জাত পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাছাড়া টিস্যু কালচার পদ্ধতিও পাটে খুব একটা কাজ করেনা। এজন্য বিভিন্ন উপকারী বা অপকারী জিন সনাক্ত করে সেগুলোকে ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় আরেকটি পাটের জাতে প্রবেশ করিয়ে জেনেটিকালি ট্রান্সফরমড পাট তৈরি করেছে ড. হাসিনার গবেষকদল। এবার আসা যাক আরেকজন বিজ্ঞানীর কথায়। ড. মাকসুদুল আলম হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেরই ছেলে। তিনি হাওয়াইয়ান পেঁপের জিনোম সিকোয়েন্স করে পেঁপের রিং ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষার উপায় বাতলে দেন। পরবর্তীতে মালয়েশিয়ান সরকারের আমন্ত্রনে তাদের রাবারের জিনোমের সিকোয়েন্সিংয়ে নেতৃত্ব দেন তিনি। প্রফেসর আহমদ শামসুল ইসলামের আমন্ত্রণে তিনি দেশে আসেন। জিন বিজ্ঞানী ড় হাসিনা খান, ড় জেবা ইসলাম সেরাজ, ড. আবেদ চৌধুরীসহ অন্য সবার সঙ্গে তারও একই স্বপ্ন। আমাদের পাটের জিনোমের সিকোয়েন্স করা। কিন্তু এই বিশাল খরচ বহন করবে কে, সরকার কি এতটা সাহায্য করবে? আমাদের জিন বিজ্ঞানীগণ লেগে গেলেন সবার সামনে জিনোম সিকোয়েন্সের উপকারিতা এবং এতে বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হতে পারে তা তুলে ধরতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গোল টেবিল বৈঠকে তৎকালীন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এলেন বিজ্ঞানীদের বক্তব্য শুনতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি জনাব আরেফিন সিদ্দিকীর অনুরোধে এবং ড. হাসিনা খান ও ড় জেবা ইসলাম সেরাজের উদ্যোগে। ড. জেবা ব্যাখ্যা করলেন, কিভাবে ধানের জিনোম সিকোয়েন্স ব্যবহার করে তার গবেষকদল উপকৃত হচ্ছে লবণ সহনশীল ধান উদ্ভাবনে। ড. হাসিনা খান উপস্থাপন করেন কিভাবে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স জানা থাকলে পাটের গবেষণা আরও ত্বরান্বিত ও উন্নত হবে। ড় হাসিনা তার বক্তব্য শেষ করেন ড় মাকসুদুল আলমের হাওয়াইয়ান পেঁপের জিনোমের সাফল্যের কথা বলে। এই বৈঠকের ওপর বেশ বড় করে পরে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান প্রথম আলো পত্রিকায় লেখেন। এর ফলে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স করার তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ পাটশিল্প রক্ষায় এর ভুমিকা উপলব্ধি করতে আমাদের বিচক্ষণ কৃষিমন্ত্রীর উপলব্ধি করতে দেরি হয়নি।

পাটের জিনোম সিকোয়েন্স প্রজেক্ট থেকে শুধু যে পাটের জিনোমের ক্রমবিন্যাস জানা যাবে তা নয়, এতে একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষক দল তৈরি হবে যারা পরবর্তীতে অন্যদের প্রশিক্ষিত করবে। এভাবে আধুনিক জীববিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা অবদান রেখে যাবে। অনেকটা সেই তিন গোয়েন্দা সিরিজের ভূত থেকে ভূতের মত। এক জনের কাছ থেকে ৩ জন শিখবে আবার সেই ৩ জনে আরও ৩ জনকে শিখিয়ে মোট ৯ জন শিখবে। তিনটি ভিন্ন দলের সমন্বয়ে তৈরি হল গবেষকদল স্বপ্নযাত্রা। এখানে থাকল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ও মলেকুলার বায়োলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা, ডেটাসফট বাংলাদেশের কিছু তরুণ বিজ্ঞানী। নেতৃত্বে থাকলেন ড. মাকসুদুল আলমের সঙ্গে ড় হাসিনা খান, ড় মাহবুব জামান। তাদের সঙ্গে ছিলেন সবসময় ড় মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ড. জেবা ইসলাম সেরাজসহ আরও অনেকে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এই যাত্রায় অংশ নেন এবং পরবর্তীতে ড় মাকসুদুল আলমসহ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটের তৎকালীন মহাপরিচালক ড. কামালউদ্দিন এবং পরিচালক ড. মনজুরুল করিমের তত্ত্বাবধানে পথ চলা শুরু হয় পাট বিষয়ক মৌলিক এবং ফলিত গবেষণা প্রকল্পের। জিনোম সিকোয়েন্সে প্রজেক্টের পুরো দলটির মধ্যে কাজ করত দেশপ্রেম। তাই সবাই আত্মস্থ করে নিয়েছিল এ কাজে সফল হতে হবে যেন বাংলাদেশের জন্যেই। হাজার হলেও বাংলাদেশের সকল মানুষের অংশীদার, সরকারের আর্থিক সহায়তায় পাটের জিনোম প্রজেক্টের পথচলা।

জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের হাতেখড়ি প্রতিটি জীবের কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসে ডিএনএ থাকে, যা তৈরি হয় ৪টি রাসায়নিক পদার্থ বা বেস (ক্ষার) দিয়ে। অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থায়মিন ও সাইটোসিন। নিঃসন্দেহে এটি অবাক করার মতো বিষয় যে কীভাবে এই চারটি অক্ষরের বিন্যাস ও সমাবেশে তৈরি হয় আমাদের জীবনের নকশা। জিনোম সিকোয়েন্স করে আমরা মূলত জানতে পারি কোন বেসের পরে কোন বেস থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বিন্যাস সমাবেশের মধ্যে আবার কিছু প্যাটার্ন তৈরি হয়। যেমন ওএ তিনটি বেস পরপর থাকলে সেখানে একটি জিনের সূচনা হতে পারে। তাই বলে যেকোনো ও কেই জিনের সূচনা বলা চলবে না। এর সঙ্গে আরও কিছু প্যাটার্ন থাকতে হবে, যেখানে এসে জিনের সূচনাকারী প্রোটিন (ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর) বসতে পারে। এই অংশটিকে বলে প্রমোটার, যাকে অনেক সময় চেনা যায় কিছু বিশেষ বেসের সমাবেশে। যেমন পরপর ও এর একটি বিশেষ সমাবেশ থাকলে একে বক্স বলে, যা প্রমোটার চেনার একটি অন্যতম উপায়। জিনোম সিকোয়েন্স করার ফলে আমরা আসলে জানতে পারি কোন বেসের পরে কোন বেসটি আছে। এরপর আমরা বায়োইনফরমেটিকসের বিভিন্ন

> যখন আমরা বলি একটি জিনের এক্সপ্রেশন হয়েছে বা প্রকাশ ঘটাচ্ছে, এর অর্থ হলো ডিএনএ থেকে জিনটির আরএনএ তৈরি হয়েছে। এই আরএনএর পরিমাণ আমাদের দেহে সব সময় একই রকম থাকে না। যখন খুব গরম লাগে তখন হয়তো কিছু জিনের আরএনএ বেড়ে যায় এই গরম সহ্য করার জন্য। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এ রকমটি ঘটে।

সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই ছড়িয়ে থাকা প্যাটার্নগুলো খুঁজে বের করতে পারি। চিহ্নিত করতে পারি, কোথায় জিনের শুরু কোথায় জিনের শেষ, কোথায় প্রমোটার আছে, কোথায় জিনের প্রকাশকারী অংশ আছে ইত্যাদি। এ জন্যই জিনোমকে বলা হয়ে থাকে জীবনের নকশা। এই যে জিনের সূচনা বা শেষ হওয়া, এগুলোর মধ্যে সামান্য হলেও ভিন্নতা থাকে একই রকমের দুটি প্রাণী বা উদ্ভিদের জাতে। আমাদের সবার জিনোম এই ও দিয়ে তৈরি। কিন্তু এই বিন্যাস সমাবেশে ভিন্নতার কারণে কেউ হয়তো মানুষ, কেউ পাট, আবার কেউ ছত্রাক।

অনেকেই হয়তো মলিকুলার বায়োলজির মূল মতবাদ বা সেন্ট্রাল ডগমা সম্পর্কে জানেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি জীবে ডিএনএ থেকে আরএনএ এবং আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়। প্রথম ধাপটির নাম ট্রান্সক্রিপশন এবং পরের ধাপটির নাম ট্রান্সলেশন। আবার ডিএনএ থেকেও ডিএনএ তৈরি হয়, একে বলে রেপ্লিকেশন। এ ছাড়া আরএনএ থেকেও ডিএনএ তৈরি হতে পারে, একে বলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন।

যখন আমরা বলি একটি জিনের এক্সপ্রেশন হয়েছে বা প্রকাশ ঘটাচ্ছে, এর অর্থ হলো ডিএনএ থেকে জিনটির আরএনএ তৈরি হয়েছে। এই আরএনএর পরিমাণ আমাদের দেহে সব সময় একই রকম থাকে না। যখন খুব গরম লাগে তখন হয়তো কিছু জিনের আরএনএ বেড়ে যায় এই গরম সহ্য করার জন্য। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এ রকমটি ঘটে। এই যে আরএনএর পরিমাণ কমবেশি হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা বুদ্ধি করে এটা মাপার উপায়ও বের করে ফেলেছেন। ব্যাপারটা খুব সহজ। কিছু আরএনএকে যদি আমরা সিকোয়েন্স করি, যে জিনের আরএনএ বেশি তার রিডসের সংখ্যাও বেশি হবে। এভাবে আমরা আরএনএর কমবেশি সংখ্যা গণনা করতে পারি। একেই বলে আরএনএ সিকোয়েন্সিং। ল্যাবরেটরিতে আরএনএ আলাদা করে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন করে আরএনএ থেকে ডিএনএ করা হয়, যাকে বলে সিডিএনএ। এরপরে এদের সিকোয়েন্সিং করা হয়। একটি বিশেষ সময়ে যতগুলো এমআরএনএ আছে, তাদের একত্রে ট্রান্সক্রিপটম বলে। ঠিক যেমন সব জিন এবং জিনের নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় জিনোম। একইভাবে একটি জীবের সব প্রকাশিত প্রোটিনকে একত্রে বলে প্রোটিওম। এভাবে এখনকার যুগটা হয়ে গেছে অমিকসের যুগ, আছে মেটাবলমিকস, ফেনমিকস ইত্যাদি। কোনো জীবের জিনোম সিকোয়েন্স করা বলতে আমরা বুঝি তার ডিএনএটা আলাদা করে এর ক্রমবিন্যাসটা নির্ধারণ করা। এ ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ নয়; সেই ষাটের দশকে বিজ্ঞানী স্যাঙ্গার এই ক্রমবিন্যাস নির্ধারণের একটি পদ্ধতি বের করেন। এটা সম্ভব হয়েছিল ডিএনএ ও নামের এই চারটি রাসায়নিক বেস দিয়ে তৈরি বলে। ডিএনএর সম্পূর্ণ ফর্ম হলো ডিঅক্সিরাইবনিউক্লিক অ্যাসিড। যার মানে পুরো গঠনটিতে একটি অক্সিজেন মিসিং থাকবে, তিনি করলেন কি এই চারটি বেসের মতোই কিছু পরিবর্তিত বেস দিয়ে ল্যাবরেটরিতে পিসিআর করে ডিএনএ তৈরি করলেন। এই পরিবর্তিত বেসগুলোতে দুটি অক্সিজেন মিসিং। ফলে এদের নাম হলো ডাই ডিঅক্সিরাইবনিউক্লিক অ্যাসিড। এ ছাড়া এদের সঙ্গে কিছু ফ্লুরোসেন্স ট্যাগ করে দিলেন, চারটির জন্য চার রং। এই পিসি আর বিক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই বিক্রিয়ায় ডিএনএকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রথমে ডিএনএ, চারটি বেস, চারটি পরিবর্তিত বেস এবং ডিএনএ তৈরির অন্যান্য উপাদান দেওয়া হয়। ডিএনএ তৈরি হতে হতে যখনই কোনো একট পরিবর্তিত বেস পায়, তখনই বিক্রিয়া থেমে যায় এবং ফ্লুরোসেন্সের রং প্রদর্শন করে। এভাবে একটা একটা করে বেস দিয়ে ডিএনএটা বাড়তে থাকে এবং একসময় সব পজিশনেই একটি না একটি পরিবর্তিত বেস ব্যবহৃত হয়। ওই পজিশনে আসলে কোন বেসটি আছে, তা ফ্লুরোসেন্সের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। এই উপায়ে ছোট জিনগুলোর সিকোয়েন্স জানা যয়। কিন্তু একটি জীবের সব জিনের ক্রম জানা এ পদ্ধতিতে অনেক ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। মানুষের জিনোম সিকোয়েন্স প্রথমে এভাবেই করা হয়েছিল।

এখনকার যুগে জিনোম সিকোয়েন্সের টেকনোলজি অনেকটা উন্নত। ফ্লুরোসেন্স ট্যাগের ব্যবহার কমবেশি সব টেকনোলজিতে আছে। ইলুমিনা, সলিড, ৪৫৪, অক্সফোর্ড ন্যানোপোর এ রকম কিছু আধুনিক টেকনোলজি। এদের মূল সমস্যা, এরা ডিএনএকে ছোট ছোট খণ্ডে সিকোয়েন্স করতে পারে। স্যাঙ্গারে যেখানে ৮০০ বেস একত্রে করা যায়, এরা হয়তো ১০০ বা ১৫০ বা ৪৫০ একত্রে করতে পারে। একমাত্র অক্সফোর্ড ন্যানোপোর আরএনএ সরাসরি সিকোয়েন্স করা সম্ভব হয়। পাটের জিনোম করার জন্য এই নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং করা হয়, এরপরে এই খণ্ড ক্রমগুলো পরপর সাজানো হয় ঠিক পাজল মেলানোর মতো। একে বলে অ্যাসেম্বলি। এর মধ্যে আরও কিছু ফাইন টিউনিং ধাপ থাকে, যেমন আমাদের জিনোমে অনেক রিপিট থাকে। অনেকখানি অংশজুড়ে হয়তো পরপর অনেক বা অনেক প্রাথমিকভাবে এদের মাস্ক করে বা সরিয়ে রাখা হয়। কারণ, পাজল মেলানোর সময় এরা সমস্যা তৈরি করতে পারে। এরপরের সিকোয়েন্সের প্যাটার্ন মিলিয়ে বের করা হয় কোথায় জিনের শুরু বা শেষ, কোথায় প্রমোটার ইত্যাদি। একে বলে অ্যানোটেশন। মূলত এই পদ্ধতিটি হচ্ছে স্ট্রাকচারাল বা গঠনগত অ্যানোটেশন। আরেক ধরনের অ্যানোটেশন আছে। তাকে বলে ফাংশনাল অ্যানোটেশন। সেট আগের পাবলিক ডেটাবেসে থাকা কোনো জিনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় ব্লাস্ট নামের একটি টুলের সাহায্যে। ফলে আগে থেকে জিনটির কাজ জানা থাকলে, নতুন সিকোয়েন্স করা জিনোমটির ক্ষেত্রেও জিনের কাজটা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

পাটের জিনোম নকশা

পাটের জিনোম প্রকল্পের গবেষকদের প্রথম লক্ষ্য ছিল রোগ---বালাইয়ের জন্য দায়ী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে জিনগুলো দরকার, সেগুলো শনাক্ত করা। পাটের ডিএনএ খণ্ড খণ্ড করে সিকোয়েন্স করে সেগুলোর জিন বিশ্লেষণ করা খুব সোজা ছিল না। তাই কাজ চলছিল খুব ধীরগতিতে। একসময় সেটা সম্পন্ন হলো। এরপরই ভাইরাস বা ছত্রাকরোধী জিনগুলো শনাক্তকরণের কাজটি অনেক সহজ হয়ে গেল। অন্যান্য জীবের জিনের সিকোয়েন্সের সঙ্গে মিলিয়ে পাটের জিনগুলোর কাজ সম্পর্কে ধারণা পেলেন গবেষকেরা। অর্থাৎ গবেষকদের হাতে একটি হাতিয়ার চলে এল। এর সাহায্যে তাঁরা জানতে পারলেন, ঠিক কোন অংশে পরিবর্তন করলে একটি জিনের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেওয়া যাবে। এ অবস্থায় একটি জিনকে অকার্যকর করে বিজ্ঞানীরা সেই জিনটির প্রকৃত কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন। এ ঘটনাকে বলে জিনের মিউটেশন।

পাটের জিনোম সিকোয়েন্স করার পরে অন্য ১৩টি উদ্ভিদ জিনোমের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখা হয়েছে। দেখা গেছে, মালভেসি পরিবারের কাকাও এবং তুলার জিনের সঙ্গে পাটের জিনের বেশ মিল রয়েছে। ক্লোরোপ্লাস্টের ডিএনএ দিয়ে ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ করেও একই ফলাফল পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পাটের দুটি জাতের মধ্যে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্যের জিন পাওয়া গেছে, এই বিশেষ জিনগুলো এই পরিবারের অন্য উদ্ভিদের মধ্যে নেই। ফাইবার তন্তুর কোষগুলোতে কোন কোন জিনের এক্সপ্রেশন বেশি, সেটা বোঝার চেষ্টা করা হয় একটা বিশেষ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে অলিটরিয়াস এবং ক্যাপসুলারিসের আরএনএ সিকোয়েন্সিং তথ্যের তুলনা করা হয় এবং কিছু বিশেষ জিন শনাক্ত করা যায়। পাটের মূল ব্যাপারটাই হলো এর তন্তু। তন্তুই পাটের উৎপাদন এবং গুণগত মানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফাইবার কোষে বিশেষভাবে প্রকাশ পাওয়া কিছু জিন শনাক্ত করতে সক্ষম হন গবেষকেরা। এই জিনগুলো ভাসকুলার ক্যাম্বিয়ামের জন্ম এবং বিস্তারে ভূমিকা রাখে।

পাটে যদি ১৫ শতাংশ লিগনিনের উপস্থিতি থাকে, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। এর তন্তু শণ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুর তুলনায় খসখসে হয়। কারণ, শণে লিগনিনের পরিমাণ মাত্র ৫ শতাংশ। যদিও বেশি লিগনিন পাটের তন্তুকে মজবুত করে। দেখা গেছে, সাদা পাটের তুলনায় তোষা পাটে লিগনিন বেশি, সেলুলোজ কম। আবার রঙের জন্য দায়ী এনজাইমগুলোর জিনের পার্থক্য আছে। আর এই পার্থক্যের কারণেই তোষা পাটের রং সোনালি কিন্তু সাদা পাটের রং সাদা। এ ছাড়া সাদা পাট তোষা পাটের তুলনায় বন্যা ও খরাসহিষ্ণু। কিন্তু রোগ—বালাই আবার সাদা পাটেই বেশি আক্রমণ করে।

পাটের কাণ্ড পচা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের জিনোম পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করেই পাটের মৌলিক ও ফলিত গবেষণার প্রতিষ্ঠানটির কাজ থেমে থাকেনি। এরপর গবেষকদলটি পাটের কাণ্ড পচা রোগের জন্য দায়ী ছত্রাক ম্যাক্রফমিনা ফ্যাসিওলিনার জিনোম সিকোয়েন্স করেন। কাণ্ড পচা রোগের আক্রমণে পাটের ফলন ৩০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। পাটের বিশেষ একটি জাত আছে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে, যা ধবধবে সাদা আঁশযুক্ত। এর ফলে এটাকে বিনা ব্লিচিংয়ে পাট পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এতে একদিকে যেমন এর উৎপাদন খরচ কমে যায়, পরিবেশও ভালো থাকে। সমস্যা হলো এই জাতটি কাণ্ড পচা রোগে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। ফলে জাত হিসেবে কৃষকের কাছে অজনপ্রিয়। ম্যাক্রফমিনা ছাত্রকের জিনোম সিকোয়েন্স এখন অনেক তথ্য দেবে বিজ্ঞানীদের। ম্যাক্রফমিনা কোন জিন ব্যবহার করে, এটি পাটের কাণ্ড পচা রোগ সৃষ্টি করে, তা এখন সহজেই জানা যাবে এবং সেই অনুযায়ী পাটের কিংবা এই ছত্রাকে জিনোম পরিবর্তন করে কাণ্ড পচার কার্যকারিতা সীমিত করে দেওয়া যাবে।

পাটের জিনোম এবং ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে চলছে জিনোম সিকোয়েসিংয়ের যুগ। কম্পিউটারের কম্পিউটেশন ক্ষমতাও সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, জিনোমের তথ্যগুলো কম্পিউটারে অনেক জায়গা দখল করে। জিনের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য লাগে সুপার কম্পিউটার, এর গণনা ও প্রসেসিং ক্ষমতা অনেক বেশি। একই সঙ্গে বায়োইনফরমেটিকস এবং জীববিজ্ঞানে দক্ষতাও জরুরি। প্রথম দিকে পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের কাজগুলো করা হয়েছিল মালয়েশিয়ায় এবং কম্পিউটেশনাল বিশ্লেষণগুলো করা হয়েছে বাংলাদেশে। এখন বাংলাদেশেই রয়েছে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং সিস্টেম। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে সফলতা পেতে আমাদের লাগবে দক্ষ জনবল। দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে জিনোম সিকোয়েন্স থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে পাটের জাত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এ ছাড়া পাটের জিনোম থেকে পাওয়া তথ্য থেকে ২টি পেটেন্ট এবং ছত্রাকের জিনোম থেকে ৩টি প্রভিশনাল পেটেন্টের আবেদন করা হয়েছে মেধাস্বত্ব অর্জনের লক্ষ্যে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকারি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি সম্পন্ন করা হয়। এটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, উন্মুক্ত করেছে বাংলাদেশে আরও জীবের জিনোম সিকোয়েন্স করার সম্ভাবনা। পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং করার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা মাকসুদুল এখন আর পৃথিবীতে নেই। তবে জিনোম সিকোয়েন্সের সাহায্যে তৈরি করা উৎকৃষ্ট মানের পাটের জাত কৃষকের হাতে তুলে দিতে পারলেই হবে তাঁর স্বপ্নের প্রকৃত বাস্তবায়ন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

15-01-26.pmd 1 16-01-2026, 23:35

সিপাহিজলায় মেগা সুস্থতা অভিযানে ৫০৪ জন সরকারি কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি : সিপাহিজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হল মুখ্যমন্ত্রীর নিরাময় আরোগ্য অভিযানের অংশ হিসেবে এক বিশেষ মেগা স্বাস্থ্য শিবির। জেলার সরকারি কর্মীদের জন্য আয়োজিত এই ক্যাম্পটি একযোগে ১১টি প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে ছিল জেলা কলেক্টরেট, তিনটি এসডিও অফিস এবং সাতটি বিডিও অফিস।

৩০ বছরের উর্ধ কর্মীরা বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা পান। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, সিওপিডি, স্ট্রোক, ক্যানসারসহ বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক স্ক্রিনিং করা হয়। পাশাপাশি ডেন্টাল চেক-আপ এবং আরোগ্য হেলথ কার্ড তৈরি করা হয়। মোট ৫০৪ জন কর্মী পরামর্শ, রক্ত পরীক্ষা ও বিনামূল্যের ওষুধের সুবিধা নেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সিদ্ধার্থ শিব জশওয়াল, বিশালগড় এসডিএম বিনি সাহা, জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ড. দীপ কুমার দেববর্মা, বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. অরিজিৎ সিনহা সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্লক স্তরের কর্মীরা।জেলা কালেক্টরের নির্দেশ অনুযায়ী জেলার সব সরকারি কর্মীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে আরোগ্য হেলথ কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

নিরাময় আরোগ্য অভিযান দুই ধাপে পরিচালিত হবে। প্রথম ধাপ ১—২১ জানুয়ারি ২০২৬ এবং দ্বিতীয় ধাপ ১—২৪ জুলাই ২০২৬। শিবিরে ইন্টাস ফাউন্ডেশন হিমোফিলিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সেশনও পরিচালনা করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য সরকারি কর্মীদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা এবং দীর্ঘস্থায়ী ও জীবনধারাজনিত রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

মহারাষ্ট্র পুরসভা ভোটে কালি বিতর্ক: নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'গ্যাসলাইটিং'-এর অভিযোগ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের পুরসভা নির্বাচনে, বিশেষ করে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) ভোটে ভোটারদের আঙুলে মার্কার পেন ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে রাহুল গান্ধী বলেন, "নির্বাচন কমিশন নাগরিকদের 'গ্যাসলাইট' করছেএভাবেই আমাদের গণতন্ত্রে মানুষের আস্থা ভেঙে পড়েছে। ভোট চুরি একটি দেশবিরোধী কাজ।"

বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, ভোটারদের আঙুলে যে কালি লাগানো হয়েছে, তা সহজেই মুছে যাচ্ছে, ফলে ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার দীনেশ ওয়াঘমারে এই অভিযোগ খারিজ করে বলেন, ২০১১ সাল থেকেই মহারাষ্ট্রে স্থানীয় স্বশাসন নির্বাচনে মার্কার পেন ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই কালি অমোচনীয়। রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি। দলের জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এক্স-এ লেখেন, "অজুহাত বাহিনী আবার সক্রিয়! ভোটগণনা শেষ হওয়ার আগেই কি পরাজয় মেনে নিচ্ছেন? রাহুল আবার সেই পুরনো কৌশলেই ফিরেছেনবদনাম, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ছড়ানো। ঠাকরেদের অভিযোগই এখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন তিনি। বিহারের নির্বাচনে 'ভোট চুরি'র অভিযোগ করে শেষ পর্যন্ত কী বেরিয়েছিল?"

আট বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া বিএমসি নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৫২.৯৪ শতাংশ, এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মোট ১ কোটি ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৩১৫ জন নথিভুক্ত ভোটারের মধ্যে ৫৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৩ জন ভোট দেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৩৩ জন, মহিলা ভোটার ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৫৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ২৫১ জন। সংখ্যার বিচারে মহিলাদের তুলনায় প্রায় ৩.৭ লক্ষ বেশি পুরুষ ভোট দেন।

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ গোটা বিতর্ককে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "নির্বাচন কমিশন অতীতেও বহুবার মার্কার পেন ব্যবহার করেছে। আমার মনে হয়, কেউ কেউ আগামীকালের ফলাফলের জন্য এখন থেকেই অজুহাত তৈরি করছেন।"

উল্লেখ্য, দেশের সবচেয়ে ধনী পুরসভার এই নির্বাচন ঘিরে শিবসেনা (ইউবিটি)-এমএনএস জোটও অভিযোগ তুলেছিল, যদিও তা নির্বাচন কমিশন অস্বীকার করেছে। ২০১৭ সালে শেষবার বিএমসি নির্বাচন হয়েছিল। তৎকালীন মেয়র কিশোরী পেডনেকরের মেয়াদ শেষ হয় ২০২২ সালের মার্চে। প্রায় চার বছর পর এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুম্বই নতুন মেয়র পেতে চলেছে।

MEMORANDUM

Subject: Postponement of Written Examination for the Post of Ward Secretary under Sabroom Nagar Panchayat.

In continuation of this office Examination Notice dated 13.11.2025, it is hereby informed to all concerned that the written examination scheduled to be held on 18th January, 2026 for recruitment to the post of Ward Secretary under Sabroom Nagar Panchayat has been postponed due to unavoidable circumstances.

The revised date, time and venue of the written examination shall be notified separately in due course through a fresh notice.

Candidates are advised to regularly check the official notice board and the official website of Sabroom Nagar Panchayat (https://sabroomnp.tripura.gov.in/) for further updates.

This is issued for information of all concerned.

ICA/D/1795/26

Executive Officer Sabroom Nagar Panchayat Sabroom, South Tripura

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মিউটেশন/মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদনপত্র দাখিলের চূড়ান্ত সময়সীমা ১ মার্চ, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর চলতি অর্থবছরে আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এছাড়া যেসব নাগরিক এখনও সম্পত্তি কর প্রদান করেননি, তাঁদেরকে অতিসত্বর নিম্নলিখিত লিংক এর মাধ্যমে অনলাইনে অথবা নিজ নিজ জোনাল/ওয়ার্ড অফিসের ক্যাশ কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে সম্পত্তি কর প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথা পুর নিগমের বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পত্তি করের বিবরণ দেখা ও অনলাইনে প্রদানের লিংক: https://agartalasmartcityservices.in/c-amc/#/agartalaPay/index

Sd/-legible
Municipal Cominissioner
Agartala Municipal Corporation

বিজেপির জয়, শারদ-অজিত পাওয়ার পরিবারিক ঐক্য ব্যর্থ: পুণে ও পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড়ে বিজেপির দাপট

পুণে, ১৬ ডিসেম্বর : শারদ পাওয়ার---অজিত পাওয়ার পরিবারিক ঐক্য, যা পুণে ও পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় পৌর নির্বাচন নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত ছিল, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি উভয় শহরেই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। ভোট গণনার ফলে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি পুণে ও পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় পৌর কর্পোরেশন-এ এনসিপি---এনসিপি (এসপি) জোটকে পিছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছে।

পশ্চিম মহারাষ্ট্রের অন্যান্য শহরগুলো, যেমন কোলহাপুর, সাতারা, সোলাপুর এবং সাঙ্গলি পৌরসভাতেও বিজেপি শীর্ষস্থান দখল করেছে, যা তাদের শক্তিশালী পারফরম্যান্সের ইঙ্গিত দেয়।

বিজেপির এই জয় পুণে ও পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড়ে এনসিপির 'একত্রিত' ফ্যাকশনগুলির চ্যালেঞ্জকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করেছে, যা শারদ পাওয়ার এবং অজিত পাওয়ার পরিবারের ঐক্যের পরিকল্পনাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

বৃহন্মুম্বই পৌরসভা নির্বাচনে, বিজেপি—শিবসেনা জোট আরও এগিয়ে গেছে, প্রাথমিক ফলাফলে বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসেবে ৯৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। একসাথে, তারা ১২৮টি ওয়ার্ডে এগিয়ে, যেখানে শিবসেনা ৩০টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, শিবসেনা (ইউবিটি)---মঞ্চ---এনসিপি (এসপি) জোট সীমিত উন্নতি করেছে এবং ৬৮টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে।

এই জোটের মধ্যে ইউবিটি ৫৯টি, মঞ্চ ৯টি এবং এনসিপি (এসপি) এখন পর্যন্ত কোন ওয়ার্ডে এগিয়ে নেই।

পুণে ও পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড়ে, বিজেপি ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত এককভাবে ক্ষমতায় ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংরক্ষণ বিষয়ে বিলম্বের কারণে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেরি হয়েছিল এবং প্রশাসকরা পৌরসভাগুলি সাময়িকভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

২০২৬ সালের নির্বাচনের জন্য, বিজেপি স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, মহাযুতি পার্টনারদের সহএনসিপি ও শিবসেনা, যাদের নেতৃত্বে আছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ও একনাথ শিন্ডে। অন্যদিকে, উদ্ধব ঠাকরে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি) এবং কংগ্রেসও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে।

বর্তমান ফলাফলের প্রেক্ষিতে, পুণের ১৬৫টি ওয়ার্ডে বিজেপি ৪৩টি, কংগ্রেস ৭টি, এনসিপি ৫টি এবং এনসিপি (এসপি) ৩টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে। পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড় পৌরসভায় (১২৮টি সদস্য) বিজেপি ৭০টি ওয়ার্ডে, এনসিপি ৪০টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে।

পুণে ও পিম্প্রি-চিঞ্চওয়াড়ে নির্বাচনী প্রচারণা ছিল তীব্র আক্রমণাত্মক, যেখানে উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে দুই পৌরসভায় নানা অনিয়মের অভিযোগে আক্রমণ করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে, সোলাপুর পৌরসভায় (১০২ সদস্য) বিজেপি ৬০টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে।

কোলহাপুর পৌরসভায় (৮১ সদস্য) মহাযুতি জোটবিজেপি, শিবসেনা এবং এনসিপি২৫টি আসনে এগিয়ে, অপরপক্ষে মহা বিকাশ আঘাড়ি ২১টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে।

মহারাষ্ট্রের ২৯টি পৌর কর্পোরেশনে নির্বাচনে ১৫ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়, যা কয়েক বছরের বিরতির পর অনুষ্ঠিত হলো।

বেশিরভাগ পৌরসভায় নির্বাচনের মেয়াদ ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI, AGARTALA

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date And Time for Document Downloading and Bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/44/2025-26	4,80,840.00	9,617.00	10(Ten) days	Date : 20/01/2026 Time : 03.00 Hrs.
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/45/2025-26	3,67,670.00	7,353.00	15(Fifteen) days	
03	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/46/2025-26	6,53,303.00	13,067.00	30(Thirty) days	
04	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/47/2025-26	7,49,883.00	14,998.00	30(Thirty) days	

For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal. https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporaton.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2025-26 Dated- 09-01-2026.

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), Sabroom, South Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in two bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm having experience as per eligibility criteria [SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work through e-procurement portal for the following work: -

Sl. NO	DNIeT. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Construction of Interstate Bus Terminal (ISBT) at Sabroom under South Tripura District/ SH: Building portion including internal water supply & sanitary installation, Bus Bay, Hardstand, Internal road works, Boundary Wall with gate, Electrification works, HVAC, Lift, Escalator & Firefighting works etc. (2nd Call)." DNIeT No: CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/Project Unit/58/2025-26 Tender ID: 2026_CEPWD_68962_1	Rs. 34,67,18,408.00	Rs. 69,34,368.00	720 (Seven hundred Twenty) Days	Up to 12:00 P.M. on 27-01-2026	At 12:30 P.M. on 27-01-2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.
ICA/C/3864/26

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer Sabroom Division, PWD (R&B)
Sabroom, South Tripura.

NIT NO: e-PT-38/W/EE/RDJRN/2025-26 Dt. 12/01/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Jirania Division, Government of Tripura invites open tender from eligible bidder{s} registered under appropriate authority up to 3 PM of 21/01/2026 for "Preparation of Detailed Project Reports (DPRs) as per Latest Guidelines of PMGSY etc. for Rural Road Projects (Including Bridges, Cross drainage Structures) for the unconnected Habitation under R.D Jirania Division, West Tripura". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 3856/26

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

NIT NO: e-PT-20/EE/RD/MNU/D/2025-26, dt.09-01-2026

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites separate e-tender (both Technical and Financial bid) for (i) 01(one) Boundary Wall & (ii) Transportation of Store Materials under RD Manu Division from the eligible bidders Up to 27/01/2026 at 2.00 PM as per terms & condition of DNIT. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3872/26

For and on behalf of Governor of Tripura
Er. Binoy Kr. Jamatia
Executive Engineer RD Manu Division, Dhalai

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27/01/2026 for the following work:-

Sl NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repair of 7 (Seven) nos. Dysfunctional Girls Toilet in Schools under Karbook Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/2nd Call. DRAFT NIT NO: 79/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 212/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 10,50,000.00	Rs. 21,000.00	3(Three) Months	Up to 3PM 27/01/2026	At 27/01/2026 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repair of 11 (Eleven) nos. Dysfunctional Girls/Boys Toilet in Schools under Killa Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/2nd Call. DRAFT NIT NO:107/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 213/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 16,50,000.00	Rs. 33,000.00	4(Four) Months	Up to 3PM 27/01/2026	At 27/01/2026 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/ 3868/26

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

বিএমসি নির্বাচনে দুটি ওয়ার্ডের ফল স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : ব্রিহনমুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে, যার ফলাফল ঘোষণা হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মুম্বইয়ের ২২৭টি ওয়ার্ডে। ৪ বছরের পর এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার, এবং ভোটার উপস্থিতি ছিল ৫২.৯৪%।

দুটি ওয়ার্ডে ভোটগণনা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

ওয়ার্ড ১৮৫: বিজেপি প্রার্থী রবি রাজা শিব সেনা (ইউবিটি) প্রার্থী টি এম জগদীশের কাছে চতুর্থ রাউন্ডের পর পিছিয়ে রয়েছেন। ইভিএম ত্রুটির কারণে ফল স্থগিত রাখা হয়েছে, এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন পরবর্তী নির্দেশ জারি করবে। ওয়ার্ড ৭২: গণনা প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি নিয়ে শিব সেনা (ইউবিটি) প্রার্থী মণীষা পাঞ্চাল অভিযোগ তোলেন, এবং এই কারণে ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। মুম্বইয়ের পাশাপাশি, মহারাষ্ট্রের ২৮টি অন্যান্য পৌরসভাতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত পৌর কর্পোরেশনের ফলাফল শুক্রবার ঘোষণা করা হবে। মহারাষ্ট্রের পৌর নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির জন্য বড় ধরনের সাফল্য নিয়ে এসেছে, যা প্রায় ২৫ বছরের পর মুম্বইয়ের শিব সেনা শাসিত দুর্গকে হারিয়ে দিয়েছে। এই নির্বাচনে, বিজেপি একদিকে মুম্বইসহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে জয়লাভ করেছে, অন্যদিকে কংগ্রেসও কিছুটা ভালো খবর পেয়েছে। এই নির্বাচনে শিব সেনা (ইউবিটি) এবং রাজ ঠাকরের মঞ্চ এর জন্য এটি চিন্তার বিষয় ছিল, যারা একত্রিত হয়ে বালাসাহেব ঠাকরের উত্তরাধিকার নিয়ে নির্বাচনে নামলেও কোনো বড় জয় পায়নি। পাশাপাশি, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি শিবিরের মধ্যেও সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখা গেছে। কংগ্রেস দল, যা এই নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, মুম্বইতে কোনো বড় অগ্রগতি করতে পারেনি, তবে রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভাগুলিতে শিব সেনা (ইউবিটি) এবং পওয়ারদের থেকে ভালো ফলাফল করেছে।

কংগ্রেস শুধুমাত্র ৫২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, যা মোট ২,৮৬৯টি আসনের মধ্যে একটি ছোট অংশ। তবুও, এই দলটি ২২৬টি আসনে জয়লাভ করেছে।

মহারাষ্ট্রের পৌর নির্বাচনে বিজেপি সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, ১,১৭২টি আসনে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে একনাথ শিন্ডে-র শিব সেনা (২০০ আসন) এবং তৃতীয় স্থানে কংগ্রেস (২২৭ আসন)। বিজেপি মুম্বই, নবি মুম্বই, নাশিক, পুনে, পানভেল, কাল্যাণ ডোম্বিভলি, নাগপুর এবং অন্যান্য শহরগুলোতে বিজয়ী হলেও, কংগ্রেস বিভাজন সত্ত্বেও ভিওয়ান্দি, নিঝামপুর, কলহাপুর, অমরাবতী, চন্দ্রপুর এবং লাতুরে এগিয়ে আছে। ১৯৯৯ সালের পর প্রথমবারের মতো কংগ্রেস এককভাবে মহারাষ্ট্রের পৌর নির্বাচনে অংশ নেয়, যা একদিকে দলের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ) সরকারের পতন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ১৩টি আসন জয়ের পর কংগ্রেস আবারও রাজ্যে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।

মুম্বইয়ের ভোটে কংগ্রেস বিজেপি ও শিব সেনার জোটের পর তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও, রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভাগুলিতে তাদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, পিওন (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করা যাবে,
বয়স ঃ ১৩-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষা অথবা সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭টি,
যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, সকলেই আবেদন করতে পারেন, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.পি.ডব্লিও, এটেন্ড্যান্ট, জিডি, ক্লার্ক, এম.ও (প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য প্রকল্প),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য বিশেষ ছাড় রয়েছে,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, অপারেটর (আধার পরিষেবা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, স্টেনো, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, আয়কর দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করা যাবে, ক্রীড়ায় দক্ষ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটদের থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৬০০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ

আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৬০০ জন নিয়োগ হচ্ছে বি.ও.এম অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-তে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৫ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এ.এক্স১/ এসটি/ আরপি/ এপ্রেন্টিস/ নোটিফিকেশন/ ২০২৫-২৬, তারিখ ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

বি.ও.এম অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-তে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-১১-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৬০০টির মধ্যে ৩০২টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬৯টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৪৬টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১৩৩টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৫০টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১৩টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হবে। প্রয়োজনে, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা হতে পারে। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারবেন, সম্প্রতি এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। শীঘ্রই পরীক্ষা নেওয়া হবে, তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১২,০০০ - ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

রেল দপ্তরে ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে অনলাইনে দরখাস্ত ও কম্পিউটারে পরীক্ষা

আগরতলা।। ভারতীয় রেলে ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্র্যান্সলেটর, প্রসিকিউটর ... ইত্যাদি বিভিন্ন মিনিস্টেরিয়াল বা আইসোলেটেড ক্যাটেগরি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে ভারতীয় রেলে ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্র্যান্সলেটর, প্রসিকিউটর ... ইত্যাদি বিভিন্ন মিনিস্টেরিয়াল বা আইসোলেটেড ক্যাটেগরি পদে ৩১১ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে মিনিস্টেরিয়াল ও আইসোলেটেড পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮-৪০ এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৩১১টি'র মধ্যে ক্রমিক নং (১) পদের নাম - সিনিয়র পাবলিসিটি ইন্সপেক্টর, পে লেভেল - ৬, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - সি-১; বয়স ১৮-৩৩ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ১৫টি। ক্রমিক নং (২) পদের নাম - ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ. থ্রি (কেমিস্ট এন্ড মেটালার্জিস্ট), পে লেভেল - ২, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯,৯০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - বি-১; বয়স ১৮-৩০ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ৩৯টি। ক্রমিক নং (৩) পদের নাম - চীফ ল্ অ্যাসিস্ট্যান্ট, পে লেভেল - ৭, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৪,৯০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - সি-১; বয়স ১৮-৪০ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ২২টি। ক্রমিক নং (৪) পদের নাম - জুনিয়র ট্র্যান্সলেটর (হিন্দি), পে লেভেল - ৬, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - সি-২; বয়স ১৮-৩৩ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ২০২টি। ক্রমিক নং (৫) পদের নাম - স্টাফ এন্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর, পে লেভেল - ৬, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - সি-১; বয়স ১৮-৩৩ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ২৪টি। ক্রমিক নং (৬) পদের নাম - পাবলিক প্রসিকিউটর, পে লেভেল - ৭, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৪,৯০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - সি-১; বয়স ১৮-৩২ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ৭টি। ক্রমিক নং (৭) পদের নাম - সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ট্রেনিং), পে লেভেল - ৬, মূল মাইনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড - বি-১; বয়স ১৮-৩৫ বছর, শূন্যপদের সংখ্যা - ২টি। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট, বয়সের সীমারেখা, যোগ্যতা এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৯ জানুয়ারির মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৮/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সর্বভারতীয় আধার পরিষেবা কেন্দ্রে চাকরি, অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আধার পরিষেবা কেন্দ্রে সুপারভাইজর এবং অপারেটর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। বিস্তারিত খবর হলো —কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে বিশেষ করে আধার পরিষেবা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আধার পরিষেবা কেন্দ্রে সুপারভাইজর এবং অপারেটর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০২-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৪২ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও বিশেষ ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিস্তারিত দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আধার/ সিএসসি/ রিক্রুট/ ২০২৬, তারিখ ২ জানুয়ারি, ২০২৬। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী একটি অথবা উভয় পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে পৃথকভাবে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি সহ বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'ক্যারিয়ার' লিঙ্ক-এ। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই

শুক্রবার আগরতলায় এনআইটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে তাপমাত্রার উন্নতি, তিন দফা পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ১৬ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কিছুটা উন্নতি হয়েছে শুক্রবার। আবহাওয়া দফতরের মতে, রাতভর মেঘলা আকাশ থাকার ফলেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। একই সঙ্গে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে পরপর তিনটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয় হয়ে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি করছে।

লাদাখ আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা সোনম লোটাস আইএএনএস-কে জানান, "১৬ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে তিনটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে সক্রিয় রয়েছে। এর প্রভাবে উঁচু এলাকায় হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে, তবে সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম।"

তিনি আরও জানান, "দ্বিতীয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝাটি ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে মূলত উঁচু এলাকায় হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে, সমতলে তেমন উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তৃতীয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝাটি ২০ জানুয়ারির বিকেল থেকে ২৪ জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। এটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হবে এবং এর প্রভাবে উপত্যকার উঁচু অঞ্চল ও সমতলউভয় এলাকাতেই মাঝারি থেকে ভারী তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" এই পূর্বাভাসে স্বস্তি পেয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা। কারণ, চলতি শীত মৌসুমে এখনও পর্যন্ত শ্রীনগর শহর ও উপত্যকার সমতল এলাকায় প্রথম তুষারপাত হয়নি।

প্রসঙ্গত, 'চিল্লাই কালান' নামে পরিচিত কড়া শীতের ৪০ দিনের সময়কাল শুরু হয়েছে ২১ ডিসেম্বর থেকে এবং তা শেষ হবে ৩০ জানুয়ারি। চিল্লাই কালানের আর মাত্র ১৪ দিন বাকি থাকলেও এখনও পর্যন্ত অঞ্চলের জলাধার ও প্রাকৃতিক জলভাণ্ডারগুলি পর্যাপ্ত তুষারে ভরেনি। এই সময়ের মধ্যে বড় ধরনের তুষারপাত না হলে আগামী গ্রীষ্মে জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশে তীব্র জলসংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে, শুক্রবার শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গুলমার্গে মাইনাস ২.৩ এবং পহেলগামে মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। জম্মু শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৭ ডিগ্রি, কাটরায় ৮.৮, বাটোতে ৭.৭, বানিহালে ২.৯ এবং ভাদেরওয়াহে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে সংসদীয় প্যানেল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট গত ১৬ ডিসেম্বর বিচারপতি যশবন্ত বর্মার সেই পিটিশন গ্রহণ করেছে, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে, লোকসভার স্পিকার একপেশে বিচারপতি বর্মাকে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। তবে, ৮ জানুয়ারি একটি বেঞ্চ এই পিটিশনটির উপর সিদ্ধান্ত রাখার পর, সুপ্রিম কোর্ট গতকাল তার পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে এবং সংসদীয় প্যানেলের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার তদন্তের বৈধতা নিয়ে প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াকে অনুমোদন দিয়েছে।

বেঞ্চের সদস্যরা হলেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং এসসি শর্মা। বিচারপতি বর্মা, যাকে প্রখ্যাত আইনজীবী মুখুল রোহাতগী প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে ১৯৬৮ সালের বিচারপতি (তদন্ত) আইনের ধারা ৩(২) অনুযায়ী একপেশে কমিটি গঠন তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করছে এবং আইন অনুযায়ী তাকে সমানভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না।

এছাড়া, বিচারপতি বর্মা দাবি করেছিলেন যে, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে একই দিনে অপসারণের জন্য প্রস্তাবনা জানানো হলেও, স্পিকার একপেশে কমিটি গঠন করেছেন।

বিগত ১৫ মার্চ, একটি বড় বিতর্ক শুরু হয় যখন দিল্লিতে বিচারপতি বর্মার বাড়িতে আগুন লাগার পর দমকলকর্মীরা উদ্ধার করেন বিপুল পরিমাণ অর্থ, যা পুড়ে যাওয়ার পর উদ্ধার হয়। এতে দেশের বিচার ব্যবস্থার শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে। যদিও বিচারপতি বর্মা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং তা 'অবিশ্বাস্য' বলে উল্লেখ করেছেন, সুপ্রিম কোর্ট তার বিরুদ্ধে একটি অন্তর্ভুক্ত কমিটি গঠন করে এবং তার অপসারণের সুপারিশ করে। এই সুপারিশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাঠানো হয়।

বিচারপতি বর্মা তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের করেন এবং সেই সময় তিনি তার পরিচয় গোপন রাখেন এবং আদালত নথিতে তাকে "এক্সএক্সএক্স" হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

গাঁজা-বিরোধী অভিযান, ধ্বংস প্রায় ১৫ হাজার গাছ

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: সদর উত্তর জেলা জুড়ে ফের বড়সড় গাঁজা-বিরোধী অভিযানে নামল পুলিশ। আজ সিধাই থানার অধীন দু'টি সেক্টরে চালানো এই অভিযানে প্রায় ১৫ হাজার গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিধাই থানার একাধিক দল একযোগে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় মেঘলিবন্দ চা বাগান এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়। সেখানে চা বাগানের চারটি পৃথক প্লটে অবৈধভাবে চাষ করা প্রায় ৭ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এলাকায় মাদক চাষ ও পাচার রুখতেই এই অভিযান। অভিযানে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে কারা এই অবৈধ চাষের সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে এবং মাদকমুক্ত এলাকা গড়ে তুলতেই প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তিতে বড়সড় লক্ষ্য অসমের, পাঁচ বছরে ৩,৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা

গুয়াহাটি, ১৬ জানুয়ারি : নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বড়সড় অগ্রগতির লক্ষ্য নিয়ে আগামী পাঁচ বছরে অন্তত ৩,৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, এই লক্ষ্য রাজ্যের পরিষ্কার, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবস্থার প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে অসমের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সৌরশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। তিনি জানান, এই উদ্যোগ ভারতের জাতীয় জলবায়ু লক্ষ্য পূরণ এবং স্বল্প-কার্বন অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অসমের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথায়, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে রাজ্য সরকার বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ পার্ক স্থাপন, ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা (রুফটপ সোলার) এবং গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় বিকেন্দ্রীভূত সৌর প্রকল্প।

তিনি বলেন, অসমের ভৌগোলিক সম্ভাবনা এবং উন্নত নীতিগত সহায়তা রাজ্যকে দ্রুত সৌরশক্তির পরিসর বাড়ানোর জন্য অনুকূল অবস্থানে রেখেছে। বিনিয়োগবান্ধব নীতি, দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং শক্তিশালী বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় মাপের বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সরকারি সংস্থা, বেসরকারি ডেভেলপার এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে যুক্ত করে বিভিন্ন জেলায় দ্রুত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকারি ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রুফটপ সোলার ব্যবস্থার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এর ফলে সরকারি পরিকাঠামোর বিদ্যুৎ খরচ কমবে এবং তৃণমূল স্তরে পরিচ্ছন্ন শক্তির কার্যকারিতা প্রমাণিত হবে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে, সৌরশক্তির সম্প্রসারণে স্থানীয় যুবক, প্রযুক্তিবিদ ও উদ্যোক্তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবেবিশেষ করে ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ক্ষেত্রে। তিনি জানান, নবায়নযোগ্য শক্তির এই উদ্যোগ অসমের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যকে আরও মজবুত করবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সৌরশক্তির পাশাপাশি অন্যান্য পরিচ্ছন্ন শক্তির সঙ্গে সমন্বয় করে হাইব্রিড নবায়নযোগ্য মডেল চালুর বিষয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। পাশাপাশি, অধিক নবায়নযোগ্য শক্তি সংযুক্তির জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অসমের সৌর মিশন শুধু মেগাওয়াটের হিসাব নয়, বরং একটি স্থিতিশীল ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত শক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য।" তিনি আরও যোগ করেন, "২০৩০ সালের মধ্যে ৩,৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অসম উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান নবায়নযোগ্য শক্তির রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর। এই রূপান্তরের সুফল বর্তমান ও ভবিষ্যৎউভয় প্রজন্মই পাবে।"

উপ-প্রধানকে গ্রেপ্তারের

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানান এবং থানার কর্তৃপক্ষের হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শহরে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার

● প্রথম পাতার পর

জীবিকা কেড়ে নেওয়া। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের নায্য মজুরি না দিয় শ্রমজীবী মানুষের উপর চরম আঘাত আনা।

তিনি আরও বলেন, নতুন শ্রম কোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এবং বীজ বিলের মাধ্যমে কর্পোরেট সংস্থার হাতে কৃষিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নেতারা।

বিএমএসের দুই গোষ্ঠীর

● প্রথম পাতার পর

বিএমএস এবং অটো চালকরা। মেলাঘরের সমস্ত অটো চালকরা নিয়মনীতি অবলম্বন এবং পারমিট সহকারে যখন মেলাঘর থেকে যাত্রী নিয়ে কাকড়াবনে যায়,যাদের পারমিট মেলাঘর টু কাকড়াবন ভায়া তৈবান্দাল।

কিন্তু আসার ক্ষেত্রে কাকড়াবন বিএমএস শাখা তাদের কোন নাম্বার দেয় না, তারা নাকি এই সড়কে গাড়ি চলাচল করতে পারবে না,অথচ তাদের বৈধ পারমিট রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মেলাঘর বিএমএস, কাকড়াবন বিএমএস,শাখা কে অবগত করালেও তারা মানতে নারাজ। কিছুদিন আগে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিকট মেলাঘর বিএমএস অনুরোধ জানায়,অবিলম্বে কাঁকড়াবন বিএমএস শাখার অনৈতিক কার্যকলাপ যাতে বন্ধ করা হয়।

রাস্তার পাশ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

দেখা যায় বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু না কি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আধুনিকীরণ হলেও

● প্রথম পাতার পর

প্রথা ও সংস্কৃতির দিকে চোখ রেখেছে। আমাদের দেশ হল স্বামী বিবেকানন্দের ভূমি, যেখানে সবকিছুই কৃষি থেকে আসে। কৃষিই আমাদের সমাজ ও সভ্যতার মূল ভিত্তি।"

কৃষি মন্ত্রী বলেন সকলকে আধুনিক হতে হবে, কিন্তু কেউই তাদের মূল সংস্কৃতি ও পরিচয় ভুলে যাবে না। যারা সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে না, তারা কখনোই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারবে না। পিঠে-পুলি উৎসব আমাদের সমাজকে একত্রিত করে, মানবিকতা জাগায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অদক্ষ রাম প্রসাদ পাল, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মহারাষ্ট্রে নগর নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

যে এনডিএ এবং মহারাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে। আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের হৃদয় স্পর্শ করেছে। মহারাষ্ট্রের সব মানুষের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই জনমত উন্নয়নের গতি আরও বাড়াবে এবং রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত গৌরবময় সংস্কৃতির উদযাপন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মহারাষ্ট্র জুড়ে প্রতিটি এনডিএ কর্মীর ওপর আমি গর্বিত, যাঁরা মানুষের পাশে থেকে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা আমাদের জোটের কাজের তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, ভবিষ্যতের রূপরেখা স্পষ্ট করেছেন এবং বিরোধীদের মিথ্যা অভিযোগের কার্যকর জবাব দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক্স-এ লেখেন, মহারাষ্ট্রের নগর নিগম নির্বাচনে বিজেপি-শিবসেনা জোটের বিপুল সাফল্য একটাই কথা স্পষ্ট করেআজ দেশের কোণে কোণে মানুষের আস্থা শুধু প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের উন্নয়ননীতির ওপরই রয়েছে। এই ঐতিহাসিক জয় মহাযুতি সরকারের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজের ওপর মহারাষ্ট্রের মানুষের অনুমোদনের সিল।

তিনি আরও বলেন, এই বিপুল সমর্থনের জন্য মহারাষ্ট্রের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, বিজেপি মহারাষ্ট্র রাজ্য সভাপতি রবি চাভান এবং বিজেপি-শিবসেনার সকল কর্মীদের এই সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন।

বিকেল পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী, শত শত ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি। একনাথ শিন্ডে-নেতৃত্বাধীন শিবসেনাও শক্তিশালী ফল করেছে। প্রাথমিক প্রবণতায় কল্যাণ-ডোম্বিভলি, নবি মুম্বই ও উলহাসনগরে শিবসেনার ভালো শুরু দেখা যায়, যেখানে তারা বহু ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে, পুণে ও পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ে বিজেপি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাজ্যের ৮৯৩টি ওয়ার্ডে মোট ২,৮৬৯টি আসনে নির্বাচন হয়। এবছর প্রায় ১ কোটি ৩ লক্ষ ভোটার নগর নির্বাচনে অংশ নেন। শেষবার এই নির্বাচন হয়েছিল ২০১৭ সালে। কোভিড-১৯, আইনি জটিলতা এবং ওয়ার্ড পুনর্গঠনের কারণে নির্বাচন দীর্ঘদিন পিছিয়ে ছিল। মুম্বই জুড়ে ২৩টি নির্ধারিত কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগণনা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে নির্বাচনী আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে গণনা সম্পন্ন করা হয়।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে মহাযুতি রাজ্যে ক্ষমতা সুসংহত করে। সেই ফলাফলই নগর নির্বাচনের জন্য পটভূমি তৈরি করেছিল, যা কার্যত শাসক জোটের ধারাবাহিকতার পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। নগর এলাকায় উন্নয়নমূলক ইস্যুতে লক্ষ্যভিত্তিক প্রচার, শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো এবং বিভক্ত বিরোধী শিবিরসব মিলিয়ে মহাযুতির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরের শিবসেনা ও রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস)-এর একত্রিত হওয়া এবং লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পুনর্গঠনের চেষ্টা, এই উদ্যোগগুলি বহু ওয়ার্ডে প্রত্যাশিত সাংগঠনিক শক্তিতে রূপ নিতে পারেনি।

এই নগর নির্বাচনের ফলাফল এসেছে ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর, যেখানে বিজেপি ২৮৮টি আসনের মধ্যে ১৩২টিতে জয় পায় যা ২০১৯ সালের তুলনায় ২৭টি আসন বেশি। শরিক দলগুলির মধ্যে শিবসেনা (শিন্ডে) জেতে ৫৭টি এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপি জেতে ৪১টি আসন।

এটি ছিল এপ্রিল-মে লোকসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র, যেখানে বিজেপি আগের বারের তুলনায় ১৪টি আসন হারিয়ে মহারাষ্ট্রে মাত্র ৯টি আসনে জয় পায়। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস ১৩টি আসন জিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছিল।

এবারের নগর জয়ের ফলে শহরাঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় মহাযুতির নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত হলো। পুরসভা বাজেট, প্রশাসনিক নিয়োগ এবং স্থানীয় পরিষেবা ব্যবস্থায় জোটের প্রভাব বাড়বে। বিরোধীদের ক্ষেত্রে এই ফলাফল আবারও সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং স্পষ্ট স্থানীয় রাজনৈতিক বয়ানের অভাবকে সামনে এনেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে শহুরে ভোটাররা পরিচয় বা আঞ্চলিক আবেগের চেয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা ও দৃশ্যমান উন্নয়নমূলক কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অমরপুর আর.ডি. ব্লকের অধীনস্থ সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ (PMAY- ও) প্রকল্পের আওতায় ঘর প্রাপ্ত ১৬ (ষোল) জন সুবিধাভোগী ঘর পাওয়ার পরও ২ (দুই) বছর বা তদূর্ধ সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেননি। উপরোন্ত, প্রদেয় সরকারি অর্থও তাঁরা ফেরত দেননি এবং এ বিষয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগও করেননি। উক্ত সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ইতোমধ্যে রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট https://rural.tripura.gov.in/-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগীকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করবেন অথবা প্রদেয় সরকারি অর্থ ফেরত প্রদান করে বিষয়টি নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি ও ব্লক প্রশাসনকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপরোক্ত নির্দেশ পালন না করলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাঁদের নাম ঞ্চঞ্চু-ও প্রকল্পের স্থায়ী/অগ্রাধিকার তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হবে।

উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কেউ যোগাযোগ না করলে, সংশ্লিষ্ট ঘর বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধন্যবাদান্তে,

ICA/D-15802/25

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
অমরপুর আর.ডি. ব্লক
গোমতী জেলা,ত্রিপুরা।

আজ এনআইটি আগরতলার সমাবর্তন

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত,এন আই টি আগরতলা জাতীয় স্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষা এবং গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষ্যে-এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে, এন আই টি আগরতলায় ৫৩৬৩ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। প্রতিষ্ঠানটি ১টি শাখায় বি-টেক ডিগ্রী প্রদান করে। এন আই টি আগরতলায়, এম টেকলেভেলে ২৪ টি স্পেশালাইজেশ এবং পাঁচটি শাখায় ভুয়াল ডিগ্রী প্রদান করা হয়, প্রতিষ্ঠানটিতে এম বি এ, এমসিএ, এম এস সি এবং ডক্টরাল প্রোগ্রাম প্রদান করা হয়। এন আই টি আগরতলায় ২০২৩ সাল থেকে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড টিচার এডুকেশন প্রোগ্রাম" শুরু হয়েছে। বর্তমানে, প্রতিষ্ঠানটিতে ৩০০ জনেরও বেশী রিসার্চ স্কলার পি এইড ডি প্রোগ্রামে পাঠরত রয়েছেন।

পেশি শক্তি নয়

● প্রথম পাতার পর

উগ্রপন্থী সৃষ্টি করা ইত্যাদি করেছে। আর তারা সৃষ্টি করেছে। এখন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে নেতৃত্বে সেসব সমস্যার সমাধান করছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের কার্যকর্তাগণ সমাজের প্রতিনিধি। অথচ সিপিএম সারা রাজ্যে হিংসা ও অশান্তি সৃষ্টি করে গিয়েছে। রাজ্যে বিজেপি আসার পর আমরা সারা রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ করছি। বিশেষ করে গ্রামের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আস্থা রেখেছেন। যদিও সিপিএম মিথ্যার উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করেছে। আর আমরা উন্নয়নমূলক কাজে বিশ্বাস করি। ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণে জিডিপি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নত হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভালো থাকার কারণে মানুষ বিনিয়োগের জন্য এখানে আসছেন। আমরা স্বচ্ছ উপায়ে চাকরি প্রদান করছি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মন কি বাত কার্যক্রমের ত্রিপুরা প্রদেশ ইনচার্জ রতন ঘোষ, সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস, বড়জলা মন্ডলের সভাপতি সহ অন্যান্য কার্য্যকর্তা ও পদাধিকারীগণ। এদিকে এদিনই বামুটিয়া মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। সেখানে উপস্থিত দলীয় পদাধিকারী এবং কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেন।

ভি বি জি রাম জি আইন বাতিল সহ শ্রমিক—কৃষক স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সংযুক্ত কিষান মোর্চার বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি : ভি বি জি রাম জি আইন বাতিল সহ শ্রম কোড ও বীজ বিলের মতো কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আজ শহরে সংযুক্ত কিষান মোর্চা, ত্রিপুরার উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সংযুক্ত কিষান মোর্চার আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্প বাতিল করে ভি বি জি রাম জি আইন চালু করেছে বিজেপি সরকার। বিজেপি সরকারের একটাই লক্ষ্য গ্রামীণ মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের নায্য মজুরি না দিয় শ্রমজীবী মানুষের উপর চরম আঘাত আনা।

তিনি আরও বলেন, নতুন শ্রম কোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এবং বীজ বিলের মাধ্যমে কর্পোরেট সংস্থার হাতে কৃষিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নেতারা।

শুক্রবার আগরতলায় হিন্দু মঞ্চের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

কন্টেনার উল্টে গুরুতর আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: ধলাই জেলার আমবাসা শহরের অন্তর্গত ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের জওহরনগর ম্যাগাজিন পাড়া এলাকায় শুক্রবার একটি রং বোঝাই কন্টেনার গাড়ির ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় কন্টেনার গাড়ির চালক গুরুতরভাবে আহত হন।

জানা গেছে, এনএল - ০১ - এই - ২২৯৭ নম্বরের কন্টেনার গাড়িটি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এর ফলে আচমকাই তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটি জাতীয় সড়কের পাশে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। পরে খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চালককে উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য।

ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত কন্টেনার গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্য জুড়ে যখন সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এমন দুর্ঘটনা ফের একবার সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও চালকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর জন্য ফের সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ”স্টার্টআপ ইন্ডিয়া মিশন ১০ বছরে বিপ্লবের রূপ নিয়েছে”

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জাতীয় স্টার্টআপ দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'কেবল দশ বছরের মধ্যে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া মিশন একটি বিপ্লব হয়ে উঠেছে।' তিনি বলেন, আজ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম হিসেবে পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, "ভারতের যুব সমাজ এখন বাস্তব সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করছে এবং যারা নতুন স্বপ্ন দেখার সাহস দেখিয়েছে, তাদের সকলকে আমি প্রশংসা জানাই।" তিনি জাতীয় স্টার্টআপ দিবসে উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকদের এই সমাবেশকে ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ হিসেবে উল্লেখ করেন, যা দ্রুত বিকাশমান একটি দেশ হিসেবে শীর্ষে উঠতে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের এই বিশেষ উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্সিবিশন এলাকায় পরিদর্শন করেন এবং সেখানে প্রদর্শকদলের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ূষ গোয়াল। তিনি বলেন, গত দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। ২০১৬ সালে যেখানে মাত্র ৪০০টি স্টার্টআপ ছিল, সেখানে আজ তা দুই লাখেরও বেশি হয়ে উঠেছে।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া মিশন ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক চালু করা হয়েছিল। এটি একটি রূপান্তরমূলক জাতীয় কর্মসূচি, যা উদ্ভাবন, উদ্যোগিতা এবং বিনিয়োগভিত্তিক প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করতে তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতকে চাকরির সন্ধানকারী না হয়ে চাকরি সৃষ্টিকারী একটি জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। গত দশ বছরে, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া দেশের অর্থনীতি এবং উদ্ভাবন অঙ্গনে একটি মজবুত ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে, মূলধন ও পরামর্শের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে, এবং স্টার্টআপগুলির জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে, যাতে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং ভৌগোলিক এলাকায় বিকাশ এবং সম্প্রসারণ করতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি:মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। শুক্রবার মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উক্ত ক্রিয়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

তাছাড়া এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর সুকুমার সাহা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক টিটু সাহা সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চার মাধ্যমে মন শরীরকে চাঙ্গা রাখা যায়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে নির্মূল রাখা যায় সুস্থ রাখা যায়। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধমান ছিল বলেই করোনা কালে রাজ্যবাসী রক্ষা পেয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ধলাই জেলাভিত্তিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ জানুয়ারি: শুক্রবার কমলপুর নজরুল ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ধলাই জেলাভিত্তিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী। কমলপুর নজরুল ভবনে ধলাই জেলাভিত্তিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এক সেমিনার ও কুইজ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন প্রাক্তনমন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

তাছাড়া ছিলেন প্রধান অথিতি ধলাই জেলার জেলা সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার, অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপর বিশেষ আলোচনা করেন কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ডক্টর স্বপন শর্মা। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করে। প্রয়াত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মনের জীবনের বিভিন্ন দিক বক্তারা তুলে ধরেন। মনোজ কান্তি দেব বিশেষ প্রয়োজনে উদ্বোধন সেরে চলে যান। এবিষয়ে বক্তব্য রাখেন ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস ও কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের পরিচ্ছন্নতা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: সংবাদ মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পরিদর্শনে যান বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বনদপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী অভয়ারণ্যের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, বিশেষত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মীদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শন শেষে বনমন্ত্রী জানান, গত ৮ জানুয়ারি সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানতে পারেনহল্যান্ড থেকে আগত কয়েকজন বিদেশি পর্যটক অভিযোগ করেছেন যে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য-র ভেতরে যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলা হচ্ছে, ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তবে শুক্রবারের পরিদর্শনে অভয়ারণ্যের ভেতরে প্লাস্টিক সামগ্রী চোখে পড়েনি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী বলেন, সম্ভবত কোনো একদিন কিছু পর্যটক অসচেতনভাবে প্লাস্টিক বোতল ও অন্যান্য সামগ্রী ফেলে গিয়েছিলেন। এই সমস্যা রুখতে শুধু প্রশাসন বা অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে এককভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যথেষ্ট নয়পর্যটকদেরও সমান দায়িত্বশীল হতে হবে।

তিনি আরও জানান, আগামী দিনে অভয়ারণ্যের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাফাইয়ের সংখ্যা দৈনিক চারবারের পরিবর্তে আটবার করা হবে। তবুও পর্যটকদের সচেতন আচরণ অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি জোর দেন।

এছাড়াও বনমন্ত্রী সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, ডোনার মন্ত্রক থেকে অভয়ারণ্যের উন্নয়নের জন্য ৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি সেন্ট্রাল জু অথরিটি থেকে একটি মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আগামী দিনে সিপাহীজলাকে সবদিক থেকে বিশ্বমানের একটি অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা যায়সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে।

সরব ভারত কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেসে মুখপাত্র বাছাইয়ের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: দলের 'সরব ভারত' কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে মুখপাত্র নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলো। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে 'মেধা অন্বেষা' নামের এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। কর্মসূচির প্রথম ধাপে ১৯ ও ২০ জানুয়ারি জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উদ্যোগটির বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

যারা কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদের আগামী ২৪ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইনে আবেদন জানাতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে জেলা স্তরে আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই করা হবে।

দলীয় নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, জেলা স্তরে নির্বাচিত প্রার্থীরা রাজ্য স্তরের পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। রাজ্য স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পথও খুলে দেওয়া হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে দলের হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ও কার্যকরভাবে বক্তব্য তুলে ধরতে সক্ষম নতুন মুখপাত্র তুলে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অঙ্গদান ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া জোরদারে আগরতলায় রাজ্যস্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া জোরদার করতে রাজ্যে কর্মশালা রাজ্যে অঙ্গদান ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে স্টেট অর্গান এন্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন ত্রিপুরার উদ্যোগে এবং মোহন ফাউন্ডেশন—এর সহযোগিতায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

" অর্গান ডোনেশন এন্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রসেস স্ট্রেংদেনিং' শীর্ষক এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি তাঁর বক্তব্যে অঙ্গদানকে একটি মানবিক ও জীবনরক্ষাকারী উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এর সফল বাস্তবায়নে আইসিইউ পর্যায়ে চিকিৎসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ এইচ. পি. শর্মা। এছাড়া আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ বিপ্লব নাথ এবং মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিধান গোস্বামী উপস্থিত থেকে কর্মসূচিকে সমর্থন জানান।

কর্মশালায় রিসোর্স ফ্যাকাল্টি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এইমস, নিউ দিল্লির নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ দীপক গুপ্ত এবং মোহন ফাউন্ডেশন—এর একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর শ্রীমতী পল্লবী কুমার। তাঁরা ব্রেন ডেথ সনদীকরণ, আইসিইউ-ভিত্তিক ডোনার শনাক্তকরণ, কাউন্সেলিং এবং এনওটিপি নির্দেশিকা অনুযায়ী সমন্বিত অঙ্গদান ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

পুর নিগমের প্রধান দায়িত্ব হল নাগরিকদের উন্নত ও স্বচ্ছ পরিষেবা প্রদান করা: সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের অন্তর্গত ৩১ নং ওয়ার্ডে নতুন অফিস গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে আজ ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজীব ভট্টাচার্য এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পুর নিগমের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, পুর নিগমের প্রধান দায়িত্ব হল নাগরিকদের উন্নত ও স্বচ্ছ পরিষেবা প্রদান করা। তাঁর অভিযোগ, কমিউনিস্ট শাসনামলে পুর নিগম মানুষের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা দেখায়নি এবং তখন নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুর নিগম মানুষের কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, নতুন এই অফিস গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও কাজের মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকরাও সরাসরি উপকৃত হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

আড়ালিয়ায় এক বাড়িতে দুষ্কৃতকারীদের হামলা, প্রতিবাদে পুলিশ সুপারের নিকট হিন্দু সমাজের ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি : রাতের আঁধারে আড়ালিয়া এলাকায় এক বাড়িতে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনার প্রতিবাদে আজ হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে হিন্দু সমাজ।

বিক্ষোভ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পরে হিন্দু সমাজের একটি প্রতিনিধি দল জেলা পুলিশ সুপারের নিকট একটি লিখিত ডেপুটেশন জমা দেয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত ৬ জানুয়ারি আড়ালিয়া লোকনাথ এলাকায় মাধবী শর্মা নামে একটি হিন্দু পরিবারের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। তার বাড়িঘর ও মন্দির ভাঙচুর করে। দুষ্কৃতকারীদের হাতে পরিবারের সদস্যরা আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে বলে তারা জানান।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তী সময়ে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু ১০দিন অতিক্রম হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত পুলিশ দৃষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করে নি। ওই ঘটনায় প্রতিবাদে সরব হয়েছে হিন্দু সমাজ। অবিলম্বে পুলিশি হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি তোলা হয়।

ডেলিভারি বয়ের ব্যাগ চুরি, এক সপ্তাহের মধ্যে আইফোন উদ্ধার, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: গত ৮ জানুয়ারি ধর্মনগর শহরের নয়াপাড়া এলাকায় এক ডেলিভারি বয়ের কাছ থেকে মূল্যবান সামগ্রী চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়, ওইদিন ডেলিভারি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ডেলিভারি বয় রাস্তার পাশে নিজের বাইক রেখে একটি বাড়িতে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখতে পান, বাইকের সঙ্গে রাখা ডেলিভারির জিনিসপত্র ভর্তি একটি ব্যাগ উধাও।

ডেলিভারি বয় আশপাশে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও ব্যাগটির কোনো সন্ধান না পেয়ে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, চুরি যাওয়া ব্যাগের ভিতরে একটি আইফোন ছিল, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮৬ হাজার টাকা।অভিযোগ পাওয়ার পর ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। গোপন সূত্র মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করে।

ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মা জানান, আটক অভিযুক্তের নাম পিনাক উদ্দিন। তাঁর বাড়ি কালাছড়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর হুরুয়া এলাকায়।পুলিশ অভিযুক্তের কাছ থেকে চুরি যাওয়া আইফোনটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত আইফোনটি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই সময় তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাজ উদ্দিন নামে এক যুবক বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করেন। এরপরই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে।ঘটনায় পুলিশি তৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কমলনগরে পুলিশের ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে দশ লক্ষ টাকা উদ্ধার, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ জানুয়ারি: গোপন সূত্রে পাওয়া নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স—এর জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে কমলনগর বাজার সংলগ্ন আনন্দপুর এলাকা থেকে প্রায় দশ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কমলনগর বাজার সংলগ্ন আনন্দপুরে নাছিম মিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে কোনো নেশা সংক্রান্ত চক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সোনামুড়া থানা। অভিযান চলাকালীন পুলিশ ও স্থানীয় কিছু মানুষের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে পুলিশ পক্ষ থেকে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।

বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার জেলা কমিটি ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার কাজ কর্মকে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে উনকোটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের সাতটি জেলায় সংস্থার জেলা কমিটি থাকলেও উনকোটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়নি। যদিও সংস্থার রাজ্য কমিটির তরফে গত দুই বৎসর উনকোটি জেলার দুঃস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাজেশান বই বিনামুল্যে বিলি করা হয়েছিল স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সহায়তায়। অবশেষে বার সদস্যক জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সংস্থার জেলা কমিটির পেট্রন হিসাবে মনোনীত হন পুরমাতা চপলা দেব রায়। কনভেনার হিসাবে মনোনীত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রশান্ত কিলিকদার এবং যুগ্ম কনভেনার হিসাবে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ও সুকান্ত চক্রবর্তী। এছাড়া কার্যকরী সদস্য হিসাবে মনোনিত হন যথাক্রমে শিক্ষক অঞ্জনময় দত্ত, পলাশ মালাকার, রানা দাস, ব্রজ সুন্দর মল্লিক ও সপ্তদীপ চক্রবর্তী। এছাড়া সদস্য হিসাবে থাকছেন উত্তম দেব, সুজাতা পাল সাহা, আজির মিয়া ও নাজমুল হোসেন। সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রধান শিক্ষক হিরন্ময় রায় এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে বক্সনগর থানার সামনে রাস্তায় বসে আর্তনাদ দুই সন্তানের জননীর

বক্সনগর, ১৫ জানুয়ারি: সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে থানার সামনে রাস্তায় বসে আর্তনাদ জানালেন দুই সন্তানের জননী এক মহিলা। ঘটনাটি বক্সনগর থানার সামনে বৃহস্পতিবার দুপুরে।

জানা গেছে, গরু পাচার চক্রের 'লাইন ম্যান' হিসেবে অভিযুক্ত ওই মহিলার স্বামী সোহাগ মিয়াকে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে স্ত্রীর দাবি, তার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি অভিযোগ করেন, গরু পাচার চক্রের মূল মাথা অন্য কেউ হলেও প্রকৃত দোষীদের ছেড়ে দিয়ে তার স্বামীকেই ফাঁসানো হয়েছে।

এদিন দুই সন্তানকে নিয়ে থানার সামনে রাস্তায় বসে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই মহিলা। তার বক্তব্য, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে পরিবার চরম সংকটে পড়েছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচারের জোরালো দাবি জানান।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও প্রশ্ন তুলেছেন, প্রকৃত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত ভারত মাতা নেশা মুক্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জানুয়ারি: নেশার কারণে গ্রামেগঞ্জে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারীরা। ধ্বংস হচ্ছে যুবসমাজ ধ্বংস হচ্ছে পরিবার। তাই রাজ্য সরকারের নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করার আহ্বানকে সফল এবং সার্থক করে তুলতে এবার নেশার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে নারীশক্তি। রীতিমতো নেশা বন্ধের ডাক দিয়ে বিলোনিয়া মহকুমার ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অন্তর্গত স্ব-সহায়ক দলের চারটি ভিউয়ের দুই শতাধিক নারী একত্রিত হয়ে গঠন করেছে ভারত মাতা নেশা মুক্ত কমিটি।

শুধু কমিটি করে শেষ নয় আজ প্রথম দিনেই দাপট দেখিয়ে পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া বাজারে নেশার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি দোকানে অভিযান চালায়। দোকানদারকে সতর্ক করে দেয় আর যেন বাজারে নেশা সামগ্রী বিক্রি না করে। তাদের বক্তব্য শুধুমাত্র আজকে এই অভিযানের মধ্যে দিয়েই শেষ নয়, প্রতিটি গ্রামেই যেখানে নেশা বিক্রি ও সেবন হয় এবং এই নেশার কারণে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে সেখানেই অভিযান চালিয়ে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

নেশার বিরুদ্ধে জাগ্রত নারীদের এই ধরনের উদ্যোগে গোটা এলাকাতেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বক্তব্য এর মধ্যে দিয়ে এলাকাকে নেশা মুক্ত করা যাবে। প্রশাসন তাদের পাশে রয়েছে বলে তারা জানান। এইভাবে প্রত্যেকটি গ্রামে নারীরা নেশা মুক্ত কমিটি গঠন করে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলে খুব সহসাই বিলোনিয়া মহকুমা তো বটেই গোটা দক্ষিণ জেলা এবং রাজ্য নেশা মুক্ত হবে। যা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নেশা মুক্ত ভারত মাতা কমিটির নারী শক্তির পাশে রয়েছে পঞ্চায়েতের প্রধান সহদেব দাস।

নিজের বিবাহ নিজেই ভাঙলো জনজাতি নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ জানুয়ারি: নিজের বিবাহ নিজেই ভাঙলো জনজাতি পরিবারের নাবালিকা ষোড়শী কন্যা নীরলতা ত্রিপুরা। ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার পি আর বাড়ি থানাধীন সিদ্ধিনগর এলাকায়। বাগানবাড়ি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী নিরলতা। মা-বাবাকে বিয়ে বন্ধ করতে রাজি না করাতে পারায় বালিকা মঞ্চের দ্বারস্থ হয় নীরলতা। বিদ্যালয়ের বালিকা মঞ্চের ইনচার্জ মুনমুন ম্যাডাম সাথে সাথেই চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি হস্তক্ষেপ করে নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে প্রেরণ করে। নীরলতা ত্রিপুরা জানায় গত ১১ ই জানুয়ারি নিজের বোন বোনের জামাইয়ের সাথে ছেলের পক্ষ তাকে দেখে যায়। মা-বাবা প্রথম অবস্থায় রাজি না থাকলেও পরবর্তী সময়ে বোন বোনের জামাইয়ের চাপে পড়ে রাজি হয়ে যায়। তখনই তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সে পড়াশোনা করতে চায় এবং পড়াশোনা করে বড় হয়ে পুলিশ অফিসারের চাকরি করে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চায়। জনজাতি পরিবারের এই নাবালিকার সাহসী পদক্ষেপে বিস্মিত সকলেই।

প্রথম অবস্থায় ঘটনা স্বীকার না করলেও পরবর্তী সময়ে ঘটনা স্বীকার করে বাবা সুরেশ ত্রিপুরা এবং তার স্ত্রী। তারা জানায় তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন মেয়ের ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা। মেয়েকে পড়াশোনা করাতে রাজি। তবে আর্থিক দৈন্যতা রয়েছে তাদের। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান রূপক মজুমদার সার্বিকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি ঘটনা তুলে ধরে বলেন জোসনা আক্তারের পর দক্ষিণ জেলায় এটি দ্বিতীয় ঘটনা। প্রতিবাদী হয়েছে জনজাতি পরিবারের নাবালিকা মেয়ে। তিনি সকলের কাছে আবেদন রাখেন নিজেদের নাবালিকা মেয়েকে জোর করে বিবাহ না দেয় তিনি নীরলতা ত্রিপুরাকে জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের কাছে নিয়ে যাবেন তার সাহসিকতার জন্য।

হেলমেট না থাকলে জরিমানা নয়, মিলছে গোলাপ, সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ কৈলাসহরে

কৈলাসহর, ১৬ জানুয়ারি: রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরিয়েছেন কিন্তু মাথায় হেলমেট নেই? সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে পুলিশের জরিমানা বা মামলার ভয় থাকে। কিন্তু আজ দুপুর বেলা দৃশ্যটা ছিল একেবারে ভিন্ন। ট্রাফিক আইন ভাঙলে পুলিশ দিচ্ছে লাল গোলাপ, আর আইন মানলে জানাচ্ছে কুর্নিশ। পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এমনই এক মানবিক ও অভিনব প্রচার চালালো দা হোপ ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, কৈলাসহর পুরপরিষদ ও আরক্ষা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে।সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে এই কর্মসূচি পালন করা হয় তা চলবে আগামী কাল অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিন কৈলাসহর পুরপরিষদের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। মূলত যান দুর্ঘটনা রুখতে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দা হোপ ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, কৈলাসহর পুরপরিষদ ও আরক্ষা প্রশাসন। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার, দা হোপ ঊনকোটি মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান, দুর্ঘটনা এড়াতে জনগণের সুরক্ষার কথা চিন্তা করেই এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। যান দুর্ঘটনা এড়াতে জনগণকে সচেতন হতে আহবান জানান তিনি এদিন।

বিলোনীয়া সনাতন হিন্দু একতা সম্মেলন উপলক্ষে ভারতীয় মজদুর সংঘ বিলোনীয়া অটো রিক্সা কমিটি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ জানুয়ারি: বিলোনীয়া সনাতন হিন্দু একতা সম্মেলনকে সামনে রেখে ভারতীয় মজদুর সংঘ বিলোনীয়া অটো রিক্সা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় অটো র‍্যালি। শুক্রবার সকাল ১০ টা নাগাদ বিলোনীয়া বনকর নদীর উত্তর পাড় থেকে সম্মেলনের বার্তা নিয়ে অটো রেলি শুরু হয়,রেলি এক নং টিলা, থানার মোড়,নেতাজী পল্লী হয়ে বনকর নদীর উত্তর পাড় এসে শেষ হয়।

আগামী ১৮ জানুয়ারী সকাল এগারোটায় বিলোনীয়া বিকেআই স্কুল মাঠে রবীন্দ্র শার্ধশতবর্ষ মুক্ত মঞ্চে সনাতন হিন্দু একতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন কে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘ অটো রিক্সা কমিটির আজকের কর্মসূচি বলে জানান ভারতীয় মজদুর সংঘের দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি মানিক পাল,এছাড়াও ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ব শিবতোষ মজুমদার, সহ অটো রিক্সা কমিটির নেতৃত্বরা।

াঙ্গন

তানিষ্কের ৭ উইকেট, লংতরাইভ্যালিকে ছাপিয়ে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নিতে চলেছে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব। লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার।

প্রথম ম্যাচে কাঞ্চনপুরকে ইনিংস সহ ৭১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপটের সঙ্গে খেলতে চাইছে। লংতরাইভ্যালির সংগৃহীত ১৩৫ রানের জবাবে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিসিসি ৩০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায় ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৬৩.৫ ওভার খেলে ১৩৫ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে তন্ময় চন্দ সর্বাধিক ৪২ রান পায়। এছাড়া, ওপেনার অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। বিসিসি-র তানিষ্ক চক্রবর্তী একাই ৭টি উইকেট তুলে নেয় ২৭ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিসিসি ৩০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে। বিসিসি দিনের খেলা শেষে ৫৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট পেয়েছে আরও ছয়টি।

টানা জয়ের লক্ষ্যে কসমোপলিটনের বড় স্কোর, ফলোঅন এড়াতে লড়ছে কাঞ্চনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে বড় স্কোর কসমোপলিটনের। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই কসমোলিটন প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। দেবজ্যোতি পালের অধিনায়কোচিত ব্যাটিংয়ে সমৃদ্ধ স্কোর কসমোপলিটনের। প্রথম দিনের খেলা শেষে কাঞ্চনপুর ২২৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে হাতে উইকেট রয়েছে সাতটি। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের খেলায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে কসমোপলিটন প্রাথমিক ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৭৪.১ ওভার খেলে ২৮৩ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে অধিনায়ক দেবজ্যোতি পাল ১৩৪ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি সহযোগে ৭৭ রান সংগ্রহ করে। কাঞ্চনপুরের রুপম নাথ ৬৩ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কাঞ্চনপুর ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করে।

ফোনে জট কাটল না, বাংলাদেশে দূত পাঠাতে পারেন জয় শাহ! দাবি সে দেশের ক্রীড়া উপদেষ্টার

মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার অবস্থানে অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। জয় শাহের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা একাধিক বার অনুরোধ করলেও সুর নরম করেননি বিসিবি কর্তারা। সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে দূত পাঠাতে পারেন জয়। সে দেশে গিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করতে পারেন আইসিসি কর্তারা।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ফলে হাতে সময় খুবই কম। অথচ বাংলাদেশকে নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার সমাধান হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আসন্ন আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ সে দেশের অন্তর্বর্তিকালীন মুহাম্মদ ইউনূস সরকার। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নির্দেশে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। লিটন দাসের দলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় ভারতে দল পাঠাতে রাজি নয় বিসিবি। তাদের ম্যাচগুলি সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছে। কিন্তু সূচি অনুযায়ী সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় ম্যাচ সরাতে রাজি নন আইসিসি কর্তারা। ক্রিকেটারদের জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। দু'পক্ষের মধ্যে একাধিক বার চিঠি চালাচালি হয়েছে। ভিডিয়ো কনফারেন্সে বৈঠক হয়েছে। তার পরও সমস্যা মেটেনি।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে গিয়ে বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আইসিসি কর্তারা। এমনই দাবি বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টার। সংবাদমাধ্যমকে আসিফ বলেছেন, "শেষ খবর অনুযায়ী, আইসিসি কর্তারা কথা বলতে বাংলাদেশে আসতে পারেন। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম আমাকে জানিয়েছেন, আলোচনার জন্য আইসিসির প্রতিনিধিরা আসতে পারেন। তবে আমাদের অবস্থান বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা অবশ্যই বিশ্বকাপ খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে খেলতে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। বিশ্বাস করি, আয়োজন করা অসম্ভব নয়।"

অন্য দিকে, বাংলাদেশের ইংরেজি দৈনিক 'ডেলি স্টার'-কে বিসিবির এক কর্তা বলেছেন, "আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইসিসির কয়েক জন প্রতিনিধি আসতে পারেন। তাঁরা কবে আসবেন, তা এখনও জানানো হয়নি। আমরা আইসিসির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।

এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি।" প্রয়োজনে বিশ্বকাপের সূচি বদল করার কথা আইসিসির প্রতিনিধিদের বলা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিবির ওই কর্তা।

গত ১৩ জানুয়ারি বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠক করেন আইসিসির প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবারের বৈঠকে বিসিবির পক্ষে সভাপতি আমিনুল ছাড়াও ছিলেন দুই সহ-সভাপতি মহম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, ফারুক আহমেদ, ক্রিকেট পরিচালন কমিটির প্রধান নাজমুল আবেদিন এবং সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী। ওই বৈঠকে আইসিসির প্রতিনিধিরা বলেন, বিশ্বকাপের সূচি অনেক আগেই চূড়ান্ত হয়েছে। সেইমতো সব ব্যবস্থাও করা হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিসিবি কর্তাদের আর একবার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ করেন তাঁরা। বাংলাদেশ দলের জন্য যথাযথ নিরাপত্তার আশ্বাসও দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের অনুরোধ মানতে চাননি বিসিবি কর্তারা।

মেয়েদের আইপিএলে প্রথম জয় ইউপি-র, ৬৪ রানের ইনিংসে মুম্বইকে হারিয়ে কোচকে জবাব আগের ম্যাচের 'রিটায়ার্ড আউট' হরলীনের

আগের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে রান করার পরেও তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন কোচ অভিষেক নায়ার। 'রিটায়ার্ড আউট' হয়ে ফেরার সময় হরলীন দেওলকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কোচের সিদ্ধান্তে খুশি নন তিনি। সেই সিদ্ধান্তে ডুবেছিল ইউপি ওয়ারিয়র্জ। ২৪ ঘণ্টা পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে সেই হরলীনই জেতালেন ইউপি-কে। কোচকে জবাব দিলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, আগের দিন তাঁকে তুলে নিয়ে কতটা ভুল করেছিলেন অভিষেক। প্রথমে ব্যাট করে ১৬১ রান করেছিল মুম্বই। ১১ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় ইউপি। চলতি মেয়েদের আইপিএলে হারের হ্যাটট্রিকের পর প্রথম ম্যাচ জিতল ইউপি। খাতা খুলল তারা।

টস জেতার সঙ্গে সঙ্গেই খেলার রাশ অনেকটা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন ইউপি-র অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। এই ম্যাচেও ওপেনিং জুটিতে বদল করে মুম্বই। আমনজ্যোৎ কৌর ও জি কমলিনি ওপেন করতে নামেন। কমলিনি এই ম্যাচে রান পাননি। ৫ রান করে সোফি ইকলেস্টোনের বলে আউট হন তিনি। আমনজ্যোৎ করেন ৩৮ রান। তবে পাওয়ার প্লে-তে মুম্বইয়ের রান তোলার গতি কম ছিল। তার খেসারত দিতে হয় দলকে।

মুম্বইয়ের ইনিংসে গতি আনেন শিভার-ব্রান্ট। চলতি প্রতিযোগিতায় এই প্রথম রান পেলেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেন নিকোলা ক্যারে। দুই ব্যাটারের মধ্যে ৪৩ বলে ৮৫ রানের জুটি হয়। শিভার-ব্রান্ট ৪৩ বলে ৬৫ রান করে আউট হন। ক্যারে ২০ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান করে মুম্বই। ইউপি-র হয়ে শিখা পাণ্ডে, দীপ্তি শর্মা, ইকলেস্টোন ও আশা শোভানা একটি করে উইকেট নেন।

রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-তে দ্রুত রান করতে পারেনি ইউপি-ও। কিরণ নবগিরে এই ম্যাচেও রান পেলেন না। ১০ রান করে আউট হন তিনি। অধিনায়ক ল্যানিং ২৫ রান করলেও ২৬ বল খেলেন তিনি। ইউপি-র ইনিংসকে গতি দেন হরলীন। চার নম্বরে নেমে একের পর এক বড় শট খেলেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, আগের ম্যাচে কোচ যে তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারেননি, তার জবাব দিচ্ছেন তিনি। শবনম ইসমাইল, শিভার-ব্রান্টের মতো অভিজ্ঞ বোলারদের বিরুদ্ধে সাবলীল শট খেলছিলেন হরলীন। তাঁকে সঙ্গ দেন ফিবি লিচফিল্ড।

শেষ ছ'ওভারে দরকার ছিল ৫১ রান।

হরমনপ্রীত সব রকম চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে রাতের দিকে শিশির পড়ায় বোলারদের কাজ কঠিন হয়ে যায়। এই ম্যাচেও সেটাই দেখা গেল। তার মাঝেই লিটফিল্ডকে ২৫ রানের মাথায় আউট করেন অ্যামেলিয়া কের। হরলীন অবশ্য থামছিলেন না। ৩২ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। ধারাভাষ্যকারেরাও বলছিলেন, হরলীনকে এত বিধ্বংসী ইনিংস খেলতে এর আগে তাঁরা দেখেননি। প্রতিটি শটের সঙ্গে হরলীনের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ছিল। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, জবাবের মঞ্চ হিসাবে এই ম্যাচকে বেছে নিয়েছেন তিনি। মুম্বইয়ের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করলেন পঞ্জাবের এই ব্যাটার। ১২টি চার মারেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দিলেন ট্রিয়ন। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন তাঁরা। ৩৯ বলে ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকলেন হরলীন।

সংক্ষিপ্ত আইএসএল-কে স্বীকৃতি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের

আগামী মাসের ১৪ তারিখ থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার কথা। তবে দেশের শীর্ষ লিগ এবার হতে চলেছে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে। খেলা হবে 'সুইস মডেলে'। প্রতিটি দল প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। লিগের আগে সুখবর হল, ফেডারেশনের অনুরোধ মেনে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের আইএসএল-কে স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। আইএসএল-কে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে এশিয়ার নিয়ামক সংস্থাকে আগেই জানিয়েছিল এআইএফএফ। ফেডারেশন সেখানে 'বিশেষ পরিস্থিতির' কথা তুলে ধরে বলে আইএসএলের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটকেও যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার এএফসি একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আবেদন মঞ্জুর করেছে তারা। অর্থাৎ আইএসএল বিজয়ী এবং সুপার কাপ বিজয়ীদের এএফসি স্লট পেতে আর কোনও সমস্যা রইল না। তবে এক্ষেত্রে দু'টি প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে কোয়ালিফায়ার খেলে এএফসি'র মূল পর্বে যেতে হবে। আগে আইএসএল লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেত। এবার তা হচ্ছে না। কোনও দেশের শীর্ষ লিগকে এএফসি'র অনুমোদন পেতে গেলে কিছু শর্তাবলি মানতে হয়। প্রধান শর্ত হল, 'ম্যাচ ক্রাইটেরিয়া'। অর্থাৎ, লিগে কোনও দলকে ন্যূনতম ২৪টি করে ম্যাচ খেলতে হবে। তবে এবারের আইএসএল হবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে। তাই এই 'কোটা' পূরণ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এই সব কিছুই উল্লেখ করে এএফসি-কে জানিয়েছিল ফেডারেশন। দেরিতে লিগ শুরু হওয়ায় ম্যাচগুলি আগের মতোই হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে হবে। তারপর আগের মতোই নকআউট। উল্লেখ্য, প্রত্যেক ক্লাব কিছু হোম ম্যাচ খেলবে, কিছু অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। ক্লাবগুলিই ঠিক করবে কোন ম্যাচ তাঁরা হোম এবং কোন ম্যাচ অ্যাওয়ে খেলতে চায়। ১৪ দল নিয়ে আইএসএল শুরু হতে চললেও অনেক কিছুই কাটছাঁট করা হচ্ছে। যেখানে ম্যাচ হবে ৯১টি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এআইএফএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় এএফসি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সব দিক বিবেচনা করেই এএফসি'র এই স্বীকৃতি

১ম জয়ের স্বাদ পেতে এগিয়ে বিলোনিয়া, ব্যাকফুটে হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে দুই দলই মরিয়া। আজ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে বিলোনিয়া স্কোর সমৃদ্ধ করার সুবাদে ভিতপাকা করে নিয়েছে। এবার বোলাররা দাপটের সঙ্গে সাফল্য পেলে হার্ভে- কে হারিয়ে প্রথম জয় পাবে বিলোনিয়া। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে বিলোনিয়া ৬৯.২ ওভারে ২৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আকাশ হোসেনের দুর্দান্ত ১৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। আকাশ ১৬৯ বল খেলে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে কুড়িটি বাউন্ডারি মেরে। এদিকে হার্ভের বোলার দ্বীপ জয় গুরু বিশ্বাস ৪৫ রানের বিনিময়ে ৫ টি উইকেট পেয়েছে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে হার্ভে ১৮ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করে। হার্ভে এই মুহূর্তে ২৫০ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেটে রয়েছে আরও আটটি।

অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে চাপের মুখে ধর্মনগর, এগিয়ে খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নিচ্ছে খোয়াই। প্রতিপক্ষ ধর্মনগর। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের খেলায় ধর্মনগর প্রথম দিনের খেলা শেষে ১৪০ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও ছয়টি। এর আগে খোয়াই প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৬৯ ওভার খেলে ১৬৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ পালের ৫২ রান এবং অধিনায়ক শুভদীপ পালের ৩৭ রান উল্লেখযোগ্য। ধর্মনগরের অভয় এবং জয়দীপ গুণ তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষে ধর্মনগর ১৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ২৬ রান সংগ্রহ করে।

কিং খানের দলের বিরুদ্ধে এবার আইনি যুদ্ধে মুস্তাফিজুর? কী সিদ্ধান্ত বাংলাদেশি পেসারের

এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত নামটা সম্ভবত মুস্তাফিজুর রহমান। ৯.২ কোটি টাকায় বাংলাদেশের এই পেসারকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। যদিও বিসিসিআইয়ের নির্দেশে আইপিএল খেলা হবে না তাঁর। এর পরেই সুর চড়া করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। জানিয়ে দেয়, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না তারা। যা নিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে কিছু না কিছু আপডেট আসছে। জানা গিয়েছে, ইচ্ছা করলেই কেকেআরের বিরুদ্ধে আইনি পথে যেতে পারেন মুস্তাফিজুর। এই প্রসঙ্গে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের সভাপতি মহম্মদ মিঠুন মন্তব্যও করেছেন।

জানা গিয়েছে, আইপিএল থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর আইনি বা প্রশাসনিক লড়াইয়ের সুযোগ ছিল মুস্তাফিজুরের সামনে। তবে বাংলাদেশি পেসার নিজেই বিষয়টি নিয়ে এগোতে চাননি। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'কোয়াব'-এর সভাপতি মিঠুনের কাছে জানতে চায়, কেকেআরের বিরুদ্ধে কি আইনি পথে হাঁটবেন মুস্তাফিজুর? জবাবে মিঠুন বলেন, "কেকেআরের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের কথা ভাবা হয়েছিল। তবে মুস্তাফিজুর রাজি ছিল না। ওর কথা মতোই আমরা সেই ভাবনা বাতিল করেছি।"

একই সঙ্গে তিনি এ কথাও জানিয়েছেন, ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংগঠন 'ওয়ার্ল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন'ও আইনি ব্যবস্থা নিয়ে মুস্তাফিজুরকে সাহায্য করার জন্য তৈরি ছিল। মিঠুনের সংযোজন,

লাউফ্রু-র সাত উইকেট দখল বড় স্কোরের লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বুদ্ধি করে খেলছে তেলিয়ামুড়া। দিনভর উইকেট আগলে টিকে রয়েছে। তবে ব্যাটে বলে সংযোগ স্থাপনে তেমন রান কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেনি। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে খেলছে দুই দল। স্বাভাবিক কারণে প্রথম ইনিংসে লিড থাকা অত্যন্ত জরুরী। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটের খেলায় রানীরবাজার স্কুল গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া দিনভর ৯৪ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান সংগ্রহ করেছে। বিক্রম দাস ৬২ রানে উইকেটে রয়েছে সঙ্গে অনুদীপ গোপ ব্যক্তিগত ৩১ রানে। এর আগে অনুপ রায় এর ৩৯ রান, ওপেনার সোম্রাংশু পালের ২৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। অমরপুরের লাউফ্র মগ দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে একাই সাতটি উইকেট তুলে নিয়ে। বিনিময়ে ,১০৫ রান দিয়েছে।

তৃতীয় এক দিনের ম্যাচের আগে উজ্জৈনের মহাকালেশ্বর মন্দিরে গম্ভীর, যোগ দিলেন ভস্মারতিতে

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ রবিবার। তার আগে উজ্জৈনের মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন গৌতম গম্ভীর। শুক্রবার ভোরে মহাকালেশ্বর মন্দিরে যান ভারতীয় দলের কোচ। ভোরের ভস্মারতির সময়ও উপস্থিত ছিলেন গম্ভীর।

দেশের যে কোনও শহরে গেলে সেখানকার বিখ্যাত মন্দিরে পুজো দেন গম্ভীর।

যেমন কলকাতায় এলে কালীঘাটে পুজো দেন। রবিবার ইনদওরে ম্যাচ। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতে উজ্জৈনে যান গম্ভীর। সকালে পুজো দিয়ে এ দিনই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কোচ।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকালেশ্বর মন্দির। সমাজমাধ্যমে গম্ভীরের পুজো দেওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। পুজো দেওয়া পর গম্ভীর বলেন, "এখানকার ব্যবস্থা খুব ভাল। খুব ভাল ভাবে দর্শন করেছি। আমি আত্মবিশ্বাসী, আমাদের দল আবার জয়ের ফিরবে।" তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ এখন ১-১।

প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দল জেতার পর দ্বিতীয় ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছেন শুভমন গিলেরা। রাজকোটে কাজে লাগেনি লোকেশ রাহুলের শতরানের ইনিংস। রবিবার এক দিনের সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ। তার পর পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে দু'দল। যা মূলত আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজ।

ব্রাজিলের ভিসায় কোপ ট্রাম্পের!

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস এবং সূচি ঘোষণার মঞ্চ থেকেই তাকে পুরস্কৃত করেছে ফিফা। নোবেল শান্তি না পেলেও ফিফার দেওয়া শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অথচ সেই ট্রাম্পের একটা সিদ্ধান্তেই বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তিতে ফুটবলপ্রেমীরা। আদৌ আমেরিকায় গিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখা যাবে তো? উত্তর খুঁজছেন ব্রাজিল-সহ ৭৫ দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। প্রশ্ন আরও আছে, নেইমাররা নিজেরাও খেলতে যাওয়ার অনুমতি পাবেন তো?

বুধবার রাতেই আমেরিকা নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে। রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান-সহ মোট ৭৫টি দেশের জন্য ভিসা বন্ধ করতে চলেছে আমেরিকা। মূলত অভিবাসী নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ঘোষণা করছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্প যে তালিকা ঘোষণা করেছেন তাতে ব্রাজিল, কলম্বিয়া, মিশর, হাইতি-সহ এমন বহু দেশ আছে তাঁদের জুনে আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে এই দেশগুলির কী হবে? আদৌ তারা বিশ্বকাপে খেলতে পারবে তো? প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ট্রাম্পের নির্দেশিকাতেই রয়েছে। হোয়াইট হাউসের তরফে বলা হয়েছে, এই ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ওয়ার্কিং ভিসা বাতিল হয়েছে ঠিকই কিন্তু টুরিস্ট বা বিজনেস ও অন্যান্য ভিসা বন্ধ করা হচ্ছে না। ফুটবলার এবং সমর্থকরা টুরিস্ট ভিসাতে আবেদন করে আমেরিকাতে যেতেই পারেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য বিভ্রান্তি কাটছে না ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। তাঁদের মনে আশঙ্কা, অহেতুক ভিসার চক্করে হয়রান হতে হবে না তো?

উল্লেখ্য, ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবলের মেগা ইভেন্ট। বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের সূচি ঘোষিত হয়েছে। এসবের মধ্যেও অবশ্য টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। টিকিটের দাম চূড়ান্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই ৫০ কোটি মানুষ টিকিটের জন্য আবেদন করেছেন। বেশিরভাগটাই অবশ্য ইউরোপ থেকে। যে দেশগুলি নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই।

এক বছরের চুক্তিতে নিয়ে চার মাসেই জাপানি ফুটবলারকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল, আইএসএলের আগে ঘোষণা লাল-হলুদের

ফাটল না জাপানি বোমা। আইএসএলের আগে জাপানের স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এই কথা জানিয়েছে তারা। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের স্ট্রাইকারকে সই করিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এক বছরের চুক্তি ছিল তাঁর। কিন্তু লাল-হলুদের হয়ে খুব একটা ভাল খেলতে পারেননি তিনি। সেই কারণেই মাত্র চার মাস পরেই তাঁকে ছাঁটাই করল ক্লাব।

সমাজমাধ্যমে হিরোশির দু'টি ছবি দিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিখেছে, "হিরোশির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ইস্টবেঙ্গল। আমাদের ক্লাবে খেলার সময় তাঁর পেশাদারিত্বের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করি।"

হিরোশিকে যে ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে চলেছে তার আগাম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কয়েক দিন আগে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বিমানযাত্রার একটি ছবি পোস্ট করেন হিরোশি। সেই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের একাংশ দাবি করেন, হিরোশি নিজের দেশে ফিরে গিয়েছেন। সেই বিষয়েই এ বার সরকারি বিবৃতি দিল লাল-হলুদ।

অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের দল ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেড থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন হিরোশি। অস্ট্রেলিয়ার ক্লাবটির হয়ে ১২০টি গোল রয়েছে তাঁর। জাপানের কাশিওয়া রিসোল থেকে ফুটবলজীবন শুরু করেন হিরোশি। এর পর স্পেনের ক্লাব জিরোনা এফসি-তে যোগ দেন। রিয়েল জারাগোজা বি এবং সিই সাবাদেলে লোনে খেলেছেন। ২০১১ সালে হিরোশি যোগ দেন সেভিয়ায়। প্রথমে তিনি রিজার্ভ দলে ছিলেন। এর পর রিয়েল বেটিসের বিরুদ্ধে ডার্বিতে অভিষেক হয় তাঁর। বেলজিয়ামের ইউবেন এবং ভ্যালেন্সিয়া রিজার্ভ দলের হয়েও খেলেছেন তিনি। ২০১৪ সালে জাপানে ফিরে আলবিরেক্স নিগাতা, ইউনাইটেড চিবা, শোনান বেলামরের মতো ক্লাবে খেলেছেন হিরোশি।

গ্রিসের স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের পরিবর্ত হিসাবে হিরোশিকে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু তাঁর উপর ভরসা দেখাতে পারছেন না কোচ অস্কার ব্রুজো।

১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার কথা। তার আগেই বিদেশি স্ট্রাইকারকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। এখন দেখার হিরোশির পরিবর্ত হিসাবে কাকে নেয় লাল-হলুদ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ধাক্কা পাক শিবিরে, অস্ট্রেলিয়ায় চোট পেয়ে অনিশ্চিত আফ্রিদি, ফিরিয়ে আনা হল দেশে

বোলারকে বিগ ব্যাশ লিগের মাঝ পথে দেশে ফিরিয়ে এনেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

এ বারের বিবিএলে প্রত্যাশিত ফর্মে দেখা যায়নি আফ্রিদিকে। চারটি ম্যাচ খেলে ২টি উইকেট পেয়েছেন। ওভার প্রতি খরচ করেছেন ১১.১৯ রান। তার উপর গত সোমবার ব্রিসবেন হিটের হয়ে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। ২০২০-২১ তাঁর যে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল, সেই হাঁটুতেই আবার চোট লেগেছে তাঁর। বুধবার পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন তিনি। এ বারের বিবিএলে আর খেলার সম্ভাবনা নেই আফ্রিদির।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং পিসিবি কর্তাদের মধ্যে আলোচনার পর আফ্রিদিকে পাকিস্তানে ফেরানোর সিদ্ধান্ত হয়। জোরে বোলার আপাতত থাকবেন লাহোরে পিসিবির হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে। সেখানে তাঁর চোটের চিকিৎসা এবং রিহ্যাব হবে। পিসিবির মেডিক্যাল টিমের সদস্যেরা তাঁর চোট খতিয়ে দেখবেন। তার পরই বোঝা যাবে, শাহিনকে আবার অস্ত্রোপচার করাতে হবে কিনা। তেমন হলে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না অভিজ্ঞ জোরে বোলার। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে পিসিবির এক কর্তা বলেছেন, "প্রাথমিক ভাবে আফ্রিদিকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। মেডিক্যাল টিম ওর চোট পরীক্ষা করার পর বোঝা যাবে, কতটা গুরুতর, বিশ্বকাপে ওকে পাওয়া যাবে কিনা।"আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ২০ ওভারের বিশ্বকাপ। হাতে এক মাসের কিছু বেশি সময় রয়েছে। অস্ত্রোপচার করাতে না হলেও এই সময়ের মধ্যে শাহিনের আবার খেলার মতো ফিটনেস ফিরে পাওয়াও নিশ্চিত নয়। ফলে বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাঁহাতি জোরে বোলার খেলতে না পারলে বিশ্বকাপে সলমন আলি আঘার দলের বোলিং নিশ্চিত ভাবে দুর্বল হবে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 16-01-2026, 23:22

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে ত্রিপুরা সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে ত্রিপুরা সরকার। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিকভাবে শক্তিশালী করা। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও ছেলেমেয়েদের নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলার শঙ্করাচার্য্য বিদ্যানিকেতন গার্লস স্কুলে আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, স্কুলের আজকের এই দিনটির জন্য সবাই অপেক্ষা করে রয়েছেন। এই দিনটি শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, যারা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ও শিক্ষানুরাগী সহ অভিভাবকদের জন্যও এক বিশেষ আনন্দের দিন। শুধু বই পড়লে হবে না, ছেলেমেয়েদের শারীরিকভাবে দক্ষ হওয়া এবং কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিশেষ ধারণা রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের। কিছুদিন আগে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী শীর্ষক এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে দেশ বিদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। যারা এই রাজ্যেরই সুযোগ্য সন্তান। তারা এখন নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রায় ৮৫ জন সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তাঁরাও ত্রিপুরার জন্য কিছু করার প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলেন। একজন আরেকজনকে টেনে উপরে তোলার মানসিকতার মাধ্যমে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব। আর এই সম্মেলনের খবর জানতে পেরে অনেকেই ত্রিপুরায় আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগামীতে ত্রিপুরাকে সারা দেশের মধ্যে একটি উন্নত ও মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে অন্যতম ভূমিকা নিতে পারেন তাঁরা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা এমন একটা বিষয় যার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। মূল্যবোধের শিক্ষা যার কাছে থাকবে সবাই তার কথা শুনেন। এজন্য যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও ছেলেমেয়েদের নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। শিক্ষা হচ্ছে অন্তহীন। এখনো আমাদের পড়াশুনা করতে হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিদিন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তাই নিজেদের আপডেট রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের নৈতিকভাবে শক্তিশালী করা। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবরা এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে একটা বিরাট শক্তি। এই মানব সম্পদ আমাদের ছেলেমেয়েরা। তাদের উপর ভিত্তি করে আগামীদিনে সারা বিশ্বে অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে ভারতবর্ষ। কাজেই তাদের ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আর জনসংখ্যার প্রায় ৫০ু হচ্ছে মহিলা। আমাদের সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এখন রাজ্যে নবম শ্রেণীতে পাঠরতা ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাই সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রায় ১৪০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি স্টল বণ্টনে মহিলাদের জন্য ৫০ু সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ু সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের জন্য সংসদ ও বিধানসভায় ৩৩ু আসন সংরক্ষনের জন্য বিল পাস করিয়েছেন। রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ছাত্রীদের জন্য সব ধরনের ফি মুকুব করা হয়েছে। যাতে তারা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, অজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাঝখানের সেতু হচ্ছে শিক্ষা। এর মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত গড়ে তোলার কথা বলছেন। সেই দিশায় আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত দিশায় আমরাও ত্রিপুরায় জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্য্যকর করেছি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, পুর নিগমের কর্পোরেটর শম্পা সরকার চৌধুরী, রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান বিমল কান্তি রায়, স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার দাস, স্কুলের প্রিন্সিপাল মৌসুমী ভট্টাচার্য্য, সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

নো হেলমেট , নো পেট্রোল - নীতি কার্যকর হচ্ছে দক্ষিণ জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ জানুয়ারি: আগামীকাল থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত পেট্রোল পাম্পে “নো হেলমেট , নো প্যাট্রোল ” নীতি কার্য্যকর হচ্ছে। পাশাপাশি, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সকল সরকারি কর্মচারীদের জন্যও “নো হেলমেট , নো অ্যাটেনডেন্স” নীতি চালু হবে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন জেলাশাসক মোহম্মদ সাজাদ পি।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ১ লা জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই বছরের মূল থিম হলো “সড়ক সুরক্ষা — জীবন রক্ষা”। ভারতের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, ত্রিপুরা রাজ্যে জানুয়ারি মাসকে “শূন্য দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর মাস” হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

তাই , সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, চালকদের দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ ও সাধারণ জনগণের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হ্রাস নিশ্চিত করতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত প্যাট্রোল পাম্পে হেলমেট বিহীন দি চক্র যান ব্যক্তিদের প্যাট্রোল দেওয়া হবে না। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে সকল পেট্রোল পাম্পগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হবে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি ,এ ডি এম হেমন্তদেববর্মা, জি টি ও কমলাকান্ত দেববর্মা।

রোড সেফটি মাস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ায় প্রশাসনিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জানুয়ারি: রোড সেফটি মাস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ায় প্রশাসনিক উদ্যোগ। সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে রোড সেফটি মাস। সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করে এক্সিডেন্টের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে মাসব্যাপী নানা সচেতনতামূলক ও প্রশাসনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে চলছে একাধিক উদ্যোগ।

শুক্রবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত তেলিয়ামুড়া থানাধীন আসাম---আগরতলা জাতীয় সড়কে এমনই একটি রোড সেফটি কার্য্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। এদিন জাতীয় সড়কে যানবাহন চালকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা অফিসের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট তথা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দিপ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ দেববর্মা, এমবিআই পুলিশসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন ডি সি এম সন্দিপ দেববর্মা জানান, রোড সেফটি মাসের মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা। হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানো, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলাএই বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, আগামী দিনগুলোতেও এই ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।প্রশাসনের এই উদ্যোগে পথচলতি সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চালকদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

শহরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা অটুট রাখতে বড়সড় সংস্কার নিগমের

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত, আধুনিক ও নিরবচ্ছিন্ন করতে বড়সড় সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল)। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নই এখন নিগমের মূল লক্ষ্য। তারই অঙ্গ হিসেবে আগরতলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সাব স্টেশনে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, গত তিন বছর ধরে আগরতলা শহরে প্রতি বছর গড়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ হারে বিদ্যুতের লোড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাড়তি চাপের ফলে একাধিক এলাকায় ভোল্টেজ সমস্যা, ট্রান্সফরমার দ্রুত বিকল হয়ে যাওয়া এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতেই সাব স্টেশন স্তরে ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নিগম সূত্রে জানা গেছে, প্রগতি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনে বর্তমানে ৭.৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ট্রান্সফরমার, অর্থাৎ মোট ১৫ এমভিএ ক্ষমতা রয়েছে। এবার সেখানে ১৬ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি নতুন ট্রান্সফরমার বসানো হবে। ফলে এই সাব স্টেশনের মোট ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ৩২ এমভিএ। একইভাবে এনএসআরসিসি সাব স্টেশনে বর্তমানে থাকা ৮ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমারের পরিবর্তে ১৬ এমভিএ ক্ষমতার একটি নতুন ট্রান্সফরমার বসানো হবে।

বাধারঘাট স্টেডিয়াম সাব স্টেশনেও বড় পরিবর্তন আসছে। এখানে বর্তমানে ৭.৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ২ টি ট্রান্সফরমার রয়েছে। খুব শীঘ্রই সেখানে ১৬ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ট্রান্সফরমার বসানো হবে। আগের ৭.৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সফর্মার যথারীতি কাজ করবে। সবমিলিয়ে এই সাব স্টেশনে বর্তমানে ১৫এম ভিএ এর জায়গায় মোট ২৩.৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার কাজ শুরু করবে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে আগরতলা শহরে প্রতিনিয়ত যে লোড বাড়ছে এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে ভোল্টেজ কেও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ নিগম জানিয়েছে, এই সংস্কার প্রক্রিয়া শুধু আগরতলাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ধাপে ধাপে অন্যান্য জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন স্তরেও অবকাঠামোগত সংস্কার করে পরিষেবাকে আরও নিরবচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা। সেই লক্ষ্যেই পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিগমের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলে গ্রাহকেরা ৪ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা পাবেন, যা সকলেরই গ্রহণ করা উচিত।পাশাপাশি বিদ্যুৎ চুরি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন মন্ত্রী। তিনি নাগরিকদের অনুরোধ করেন, কোথাও বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা চোখে পড়লে তা নিগমকে জানাতে। মন্ত্রীর কথায়, সময়মতো বিল পরিশোধ এবং বিদ্যুৎ চুরি রোধ করা গেলে রাজ্যে আরও উন্নত, নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

মনরেগার নাম বদল নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন বিরোধীরা : টিংকু

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি :মনরেগার নাম বদল নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে বিরোধীরা। প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন বিরোধীরা। তাতে রাজ্যবাসী বিভ্রান্ত হচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন মন্ত্রী টিংকু রায়।টিংকু জানান, মনরেগা বা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন চালুর অনেক আগেই ভারতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক কর্মসূচি ছিল। রিলিফ ওয়ার্ক, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ (ফুড ফর ওয়ার্ক) এবং জাতীয় গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প (এনআরইপি)-এর মতো উদ্যোগগুলি ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হয়ে ২০০5 সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন-এ পরিণত হয়। পরে ২০০৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর নাম যুক্ত করে প্রকল্পটি ‘মনরেগা’ নামে পরিচিতি পায়। প্রায় ২০ বছর পরে মনরেগার নাম পরিবর্তন করে ভি বি-জি রাম জি প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার ও আজীবিকা মিশন আইন এমজিএনরেগার তুলনায় একটি বড় সংস্কার। এই নতুন আইনে কর্মসংস্থানের দিন ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়েছে। পুরনো আইনের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা ও জবাবদিহি আরও জোরদার করাই এই আইনের লক্ষ্য। পাশাপাশি উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করা, আয় বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সমাজকে আরও সহনশীল করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বলে তিনি জানান।

তিনি আরও জানান, ইউপিএ সরকারের আমলে মনরেগা প্রকল্পে মোট ২ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। অপরদিকে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এনডিএ সরকারের আমলে খরচ হয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। তাঁর দাবি, এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এনডিএ সরকার সবসময় ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিরোধীদের সমালোচনা করে টিংকু রায় বলেন, মানুষের কাজ ও মজুরি নিয়ে কথা না বলে বিরোধীরা শুধু নাম নিয়ে রাজনীতি করছে। এতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি রাজ্যবাসীকে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, সরকার গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুঁথিবা লাই হারাওবা উৎসবের উদ্বোধন করবেন সাংসদ বিপ্লব, চলবে ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: রাজ্যের মণিপুরী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা পুথিবা লাই-হারাওবা উৎসব এ বছর ১৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনব্যাপী এই ঐতিহ্যবাহী “লাই-হারাওবা” উৎসব ও গ্রামীণ মেলা, যা চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এবং পৃথিবা লাইহারাওবা কমিটি ও পুথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের শুভ সূচনা হবে ১৯ জানুয়ারি বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে, অভয়নগরস্থিত পৃথিবা দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন মণিপুরের মহারাজা ও রাজ্যসভার সাংসদ লেইসমবা সানাচাওবা। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন দীপক মজুমদার, মেয়র ও বিধায়ক, ভগবান দাস, বিধায়ক, মণিপুরের বিধায়ক এল. সুচীন্দ্র মেইতেই, সমাজকর্মী পাপিয়া দত্ত, মেয়র-ইন-কাউন্সিল হীরালাল দেবনাথ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার (আইএএস)।

উৎসব চলাকালীন মণিপুর থেকে আগত খ্যাতনামা অমাইবা ও অমাইবী শিল্পীরা পেনা খোংবা পরিবেশন করবেন। পাশাপাশি থাংতা-সহ বিখ্যাত মার্শাল আর্ট, নৃত্য, গান ও বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটি গ্রামীণ মেলাও আয়োজন করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে। উৎসবের সমাপ্তি দিবস ২৩ জানুয়ারি বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে থাকবেন রামাপদ জমাতিয়া বিধায়ক। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন মনিকা দাস দত্ত, ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পৌর নিগম এবং ভাস্বতী দেববর্মা, কর্পোরেটর। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, প্রশান্ত বাদল নেগী (আইএএস), অধিকর্তা, পর্যটন দপ্তর এবং প্রফেসর ইবুহল মেইতেই, সভাপতি, রিফর্মস মণিপুর। উদ্বোধনী ও সমাপনী উভয় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন যথাক্রমে সিনাম দীপক কুমার সিংহ এবং আর. কে. রাজেশ সিংহ।

উৎসবের প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাইবা-মাইবী নৃত্য, পেনা নৃত্য, মার্শাল আর্ট প্রদর্শনীসহ মনোজ্ঞ পরিবেশনা। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে সফল করে তুলতে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

গন্ডাতুইসা ব্রু পুনর্বাসন শিবিরে অনুষ্ঠিত চতুর্পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি, উপস্থিত মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জানুয়ারি: চুক্তির ছয় বছর পূর্তিতে আশার আলো ও নতুন প্রত্যয়ের বার্তা। উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হল চতুর্পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি। ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা ব্লকের কানানকাটা পাড়া উল্টাছড়া ব্রু পুনর্বাসন শিবিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, এমডিসি ভূমিকা নন্দ রিয়াং-সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে। প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সেই প্রতীকী মুহূর্তে যেন আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে ব্রু জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ উদ্বাস্তু জীবনের অবসান, পুনর্বাসন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংগ্রামের ইতিহাস।নিজের বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, “চতুর্পাক্ষিক চুক্তি কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়এটি মানবিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ব্রু জনগোষ্ঠীর মানুষজন আজ স্থায়ী ঠিকানার স্বপ্ন দেখছেন। গাজ্য সরকার তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সর্বতোভাবে পাশে থাকবে।” তিনি আরও জোর দেন যে, পুনর্বাসনের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি, যাতে নতুন প্রজন্ম আত্মমর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অতীতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, “বিগত ২৩ বছর ধরে সিপিআইএম পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্রু সম্প্রদায়ের মানুষ রাজনৈতিক যাঁতাকলে

সংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরো তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: রাজধানী আগরতলা শহরের এডি নগর থানা এলাকায় সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় আরো ৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলো। সর্ব মোট ৬জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয় সাংবাদিক মৃণাল কান্তি দেবনাথ এর উপর আক্রমণ এর ঘটনায়। তাদেরকে আজকে আদালতে ৫ দিনে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য দৈনিক সংবাদ এর মৃণাল দেবনাথ অফিসের কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে তার উপর আক্রমণের ঘটনার সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় এডি নগর থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত পাঁচজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন।

সোনামুড়া মহকুমার কলিরাম এডিসি ভিলেজে নিবিড় সংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১৬ জানুয়ারি: সিপিআইএম নলছড় অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার সকালে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কলিরাম এডিসি ভিলেজ এলাকায় নিবিড় সংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দলের পক্ষ থেকে প্রায় ১৫০টি পরিবারের বাড়িতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয় এবং দলীয়ভাবে বাৎসরিক অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

উল্লেখ্য, কলিরাম এডিসি ভিলেজে মোট ৫২৬টি পরিবারের বসবাস, যাদের সকলেই উপজাতি সম্প্রদায়ের। গ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবার শ্রমজীবীঅন্যের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বহু পরিবারের বসতঘর এখনও ভগ্নদশায় রয়েছে; বর্ষায় ঘরে জল পড়ার মতো পরিস্থিতির কথাও উঠে আসে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের খোঁজখবর নিতে গ্রামে আসেনি। তবে বামপন্থীরা প্রয়োজন অনুযায়ী মাঝেমধ্যে এসে যোগাযোগ রাখেন বলেও জানান গ্রামবাসীরা।

এদিন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা নলছড়ের প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাসের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। বামপন্থী লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলনের জন্য বিশেষ তহবিলে গ্রামবাসীরা সাধ্যমতো অনুদান দেন। বেশিরভাগ বাড়িতেই নেতাকর্মীদের উঠোনে বসে আপ্যায়ন করা হয়। সেই সঙ্গে পানীয় জল, আবাসন, কর্মসংস্থানসহ নানাবিধ সমস্যার কথাও তুলে ধরেন গ্রামবাসীরা। একাধিক বাড়িতে দেখা যায়, মহিলারা নিজেদের পরিধেয় পোশাকের জন্য নকশি ‘পাচরা’ তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকলেও নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে সময় বের করেন।

একান্ত সাক্ষাৎকারে তপন দাস জানান, শুক্রবার সকালে ১৮ জন কর্মী দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৫০টি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। অনেক পরিবারই বলেছেন, ২০১৮ সালে বিভ্রান্ত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার খেসারত আজ তাঁদের গুনতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই গ্রামে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এদিন তপন দাসের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নলছড় অঞ্চল সম্পাদক প্রণব দেবনাথ, অঞ্চল কমিটির সদস্য সুমন দে, মিহির ভৌমিক, সজল দাস, সুখেন দেববর্মা, মারাই কুমার জমাতিয়া, সঞ্জীব দেববর্মা-সহ আরও অনেকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas